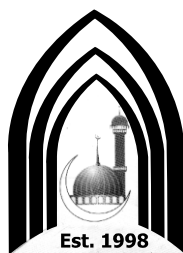


شانِ مصطفیٰ ﷺ

# শানে মুস্তাফা

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

মুহাম্মদ আবদুল হাই আল-নদভী



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন  
ALLAMA SHAH ABDUL JABBAR FOUNDATION

আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

---

শানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

মুহাম্মদ আবদুল হাই আল-নদভী

---

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার রিসার্চ একাডেমির পক্ষে

মুহাম্মদ আবদুল আযীয আল-আমান, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

---

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

---

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ: শা'বান ১৪৩৬ হি. = জুন ২০১৫ খ্রি.

---

প্রকাশনা ক্রমিক: ১০, বিষয় ক্রমিক: ১২৫

---

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

---

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন

নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, কেরানী হাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার

ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, মোস্তফাফিজুর রহমান মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

---

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ: সাইলেক্স, সিরাজদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম

---

মূল্য: ৮০ [আশি] টাকা মাত্র

---

*Shan-a-Mustafa Sallallahu Alayhi wa Sallam*: By: Mohammad Abdul Hai Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Foundation, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 80 Tk

e-mail: [abdulhai.nadvi@yahoo.com](mailto:abdulhai.nadvi@yahoo.com)

[saajctg@yahoo.com](mailto:saajctg@yahoo.com)

[www.saajbd.org](http://www.saajbd.org)

## সূচিপত্র

### প্রাক কথা

০৪

### শানে মুস্তাফা (সা.)

নবী করীম (সা.)-এর সম্মান-এর আলোচনার গুরুত্ব	০৬
সম্মানের বিভিন্ন পদ্ধতি	০৮
কুরআনে শানে মুস্তাফা (সা.)	১২
সাহাবী এবং তা'যীমে নবী	১৬
তা'যীমের জন্য সম্মানিতের সামনে থাকা আবশ্যিক নয়	২৪
রাসূল (সা.)-এর সাথে সম্পর্কিতদের প্রতি তা'যীম	২৭
হাদীসে রাসূল (সা.)-এর তা'যীম	৩৪
আওলাদে রাসূল (সা.)-এর প্রতি তা'যীম ও সম্মান	৩৭

### গ্রন্থপঞ্জি

৪২

## পাক কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَحَدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

মহানবী (সা.)-কে উভয় জগতের কোন কোন মহত্ত্ব দিয়ে বৈশিষ্টমণ্ডিত করা হয়েছে হাদীসে তা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, শায়খ আবু আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে আল-আদল (রহ.)-এর সনদে কাযী আবুল ফযল আয়ায (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَسَمَ أَلْـ حَلَقَى قِسْمَيْنِ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهَا قِسْمًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ [الواقعة]، ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾ [الواقعة]، فَأَنَا مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَأَنَا مِنْ خَيْرِ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، ثُمَّ جَعَلَ الْقِسْمَيْنِ بَيُوتًا، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهَا بَيْتًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ [الواقعة]، فَأَنَا مِنْ خَيْرِ السَّابِقِينَ، ثُمَّ جَعَلَ الْبُيُوتَ قَبَائِلَ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهَا قَبِيلَةً، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات]، فَأَنَا أَتْقَى وَلَدِ آدَمَ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ ﷺ وَلَا فَخْرَ، ثُمَّ جَعَلَ الْقَبَائِلَ بَيُوتًا، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهَا بَيْتًا.

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ‘সমগ্র সৃষ্টিকে আল্লাহ পাক দু’অংশে বিভক্ত করেছেন। আর আমাকে রাখেন উত্তম অংশে। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন, ‘একদল

আসহাবুল ইয়ামীন-ডানপন্থি<sup>১</sup> অপর দল আসহাবুশ শিমাল-বামপন্থি<sup>২</sup>।<sup>৩</sup> আর আমি ডানপন্থীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। অতঃপর এই দু'অংশকে পুনরায় তিনটি অংশে বিভক্ত করেন। আর আমাকে রাখা হয়েছে তৃতীয় শ্রেষ্ঠ অংশে। যেমন- মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'এক অংশ আসহাবুল মায়মানা, দ্বিতীয় অংশ আসহাবুল মাশয়ামা ও তৃতীয় অংশ আসহাবুস সাবিকূন বা অগ্রবর্তী দল।'<sup>৪</sup> আমি হলাম এই দলের অন্তর্ভুক্ত। আর তাঁদের মধ্যেও আমি সর্বশ্রেষ্ঠ। অতঃপর এই তিন অংশের সমন্বয়ে রূপ দেওয়া হয় অনেক গোত্রের। আমাকে দেওয়া হয় সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্রে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদেরকে ভাত্ত্বে ও গোত্রে এ কারণেই বিভক্ত করেছি যে, যাতে তোমাদের পরস্পর পরস্পরের পরিচিতির মাধ্যম হয়। আর আল্লাহর নিকট সম্মানিত তো সেই তোমাদের মাঝে যার অপেক্ষাকৃত আল্লাহভীতি বেশি।'<sup>৫</sup> আমি আল্লাহর সৃষ্টিতে আদম-সন্তানদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু এবং সম্মানের যোগ্য। এতে আমার কোনোই অংহকার নেই। অতঃপর সবগুলো গোত্রকে ঘরে ঘরে সজ্জিত করা হয়েছে। আমাকে প্রেরণ করা হয় সর্বোত্তম ঘরে।'<sup>৬</sup>

মহান আল্লাহর কাছে এই যদি হয় শানে মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) তাহলে আমাদের কাছে শানে মুস্তাফা (সা.) কেমন হওয়া চায়? এই পুস্তকে সংক্ষিপ্তাকারে মহানবী (সা.)-এর শান, মান-মর্যাদা কেমন হওয়া উচিত? আল্লাহ পাকের পরেই যার স্থান, সর্বকালে সর্বযুগে যার মুহাব্বত আল্লাহর মুহাব্বত, যার আনুগত্যেই আল্লাহর আল্লাহর আনুগত্য হয় তাই উপস্থাপন করা হয়েছে। হে আল্লাহ আমাদেরকে তোমার প্রিয় হাবীব (সা.)-এর শান-মান জানার, বোঝার এবং মানার তাওফীক দান করুন। আমীন।

২০ নভেম্বর ২০১৫

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

চট্টগ্রাম

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াকিয়া, ৫৬:২৭

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াকিয়া, ৫৬:৪১

<sup>৩</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াকিয়া, ৫৬:৮-১০

<sup>৪</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-হজরাত, ৪৯:১৩

<sup>৫</sup> (ক) আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কবীর, খ. ৩, পৃ. ৫৬, হাদীস: ২৬৭৪; (খ) আল-বায়হাকী, দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরিয়ত, খ. ৩, পৃ. ১৭০-১৭১, হাদীস: ৭৭;

(গ) কাযী আযায, আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুক্কিল মুস্তাফা, খ. ১, পৃ. ১৬৫-১৬৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.  
 কাযী আবুল ফযল আয়ায (রহ.) উল্লেখ করেন,  
 أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ وَتَوْفِيرِهِ وَتَعْظِيمُهُ لَا زِمَ كَمَا كَانَ حَالَ حَيَاتِهِ  
 وَذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِهِ ﷺ وَذِكْرِ حَدِيثِهِ وَسُنَنِهِ وَسَمَاعِ اسْمِهِ وَسِيرَتِهِ.

‘হুযুর (সা.)-এর পবিত্র তিরোধানের পরও তাঁর প্রতি তা’যীম বা সম্মান প্রদর্শন করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর অবশ্যই কর্তব্য এবং তাঁর জীবদ্দশায় যেভাবে করা হত সেভাবেই করা বাঞ্ছনীয়। ওফাত পরবর্তী হুযুর (সা.)-এর স্মরণ, তাঁর হাদীস ও সুন্নাতের আলোচনা, তাঁর পবিত্র নাম আলোচনা ও শ্রবণকালে তাঁর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা তা’যীম ও সম্মানের বহিঃপ্রকাশ করতে হবে।’<sup>১</sup>

### নবী করীম (সা.)-এর সম্মান-এর আলোচনার গুরুত্ব

নবী করীম (সা.)-এর উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের ওপর বিশ্বাস করা যেহেতু ঈমানের অঙ্গ সেহেতু পবিত্র কুরআন মজীদে নবী (সা.)-এর তা’যীম বা সম্মান বর্ণনা করার জন্য গুরুত্ব দিয়েছেন।

প্রথমত এভাবে যে, হযরত আদম (আ.) এবং ইবলীসের ঘটনার বিবরণ পবিত্র কুরআনে ৭ জায়গায় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ সাধারণত কোনো একটি ঘটনা কোনো বইয়ে একাধিকবার বর্ণনা করা দোষণীয়। পবিত্র কুরআনের ক্ষেত্রে যদি এটি দোষণীয় হত তবে মক্কার কাফিরগণ প্রথমই এটি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করত এবং বদর ও হুনাইনের রণাঙ্গনের ন্যায় পবিত্র কুরআন ও সাহেবে কুরআন অর্থাৎ রাসূল (সা.)-এর

<sup>১</sup> কাযী আয়ায, আশ-শিফা বি-তারীফি হুক্কিল মুত্তাফা, খ. ২, পৃ. ৪০

বিরুদ্ধে উত্তাপন আর পবিত্র কুরআনের মহৎ উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করার অপপ্রয়াস চালাত। কিন্তু তারা জানত যে, ইসলামে নবী করীম (সা.)-এর প্রতি তা'যীম বা সম্মান প্রদর্শন করার গুরুত্ব অনেক, তাই একান্ত গুরুত্বপূর্ণ যেকোনো বিষয়ের বারবার আলোচনা করা দোষণীয় নয়।

অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে করীমে মহান রাব্বুল আলামীন হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি তা'যীম করা এবং তা'যীমে নবীকে অস্বীকার করার কারণে ইবলীসকে খোদাদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করার ঘটনা বারবার আলোচনা দ্বারা একথা বলতে চাচ্ছে যে, হে কুরআনে বিশ্বাসী লোক সকল! তা'যীমে নবী বা নবী করীম (সা.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে কখনো অস্বীকার করবে না। অন্যথায় ইবলীসের পরিণতি তোমাদের ভোগ করতে হবে। সুতরাং আমি (আল্লাহ) বারবার একথাই বোঝাতে চাচ্ছি যে, তোমরা কখনো তা'যীমে নবী থেকে বিমুখ হবে না এবং নিজেদের ধ্বংস করবে না। কুরআনে করীমে তা'যীমে নবীর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে,

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

‘তখন সকল ফেরেশতা একসাথে সাজদা করলেন।’<sup>১</sup>

অর্থাৎ الْمَلَائِكَةُ শব্দটি كُلُّ শব্দের বহুবচন। কিন্তু কুরআন মজীদ এটিকে শুধু যথার্থ মনে করেনি, বরং তার সাথে أَجْمَعُونَ ও كُلُّهُمْ শব্দদ্বয় দ্বারা ‘সকল ফেরেশতা’ আবার الْمَلَائِكَةُ দ্বারাও ‘সকল ফেরেশতা’ দ্বারা কুরআন এটিই সুদৃঢ়ভাবে বোঝাতে চাচ্ছে যে, তা'যীম যেমন শুধু হযরত আদম (আ.)-এর জন্য নির্ধারিত নয়, অনুরূপ একজন মাত্র ফেরেশতাই শুধু আদম (আ.)-কে সম্মান করছেন একথা যেন বোঝা না হয়। কেননা পবিত্র কুরআন অন্য আয়াতে الْمَلَائِكَةُ দ্বারা একজন ফেরেশতাকেও বোঝানো হয়েছে। যেমন—ইরশাদ হয়েছে,

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ

‘তাকে ফেরেশতারা [হযরত জিবরাঈল (আ.)] ডাকলেন এবং তিনি নামাযের জায়গায় দাঁড়িয়ে নামায পড়তে ছিলেন।’<sup>২</sup>

আলাহ তা'আলা আরও বলেন,

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-হাজার, ১৫:৩০

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:৩৯

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يٰرَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفٰكَ ۝

‘আর যখন ফেরেশতারা [হযরত জিবরাঈল (আ.)] বললেন, হে মারয়াম! আল্লাহ আপনাকে মনোনীত করেছেন।’<sup>১</sup>

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা যেভাবে ۝ الْمَلَائِكَةُ দ্বারা শুধু হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। এভাবে তা’যীমে নবীর জন্য সাজদার বর্ণনা যে আয়াতে হয়েছে তাতে ۝ الْمَلَائِكَةُ দ্বারা একজন ফেরেশতা বোঝানো না হয় অথবা আরবী ব্যাকরণ মতে عام مخصوص منه البعض -এর নিয়ম অনুযায়ী বিশেষ কিছু ফেরেশতাকেও যেন বোঝানো না হয় সে জন্যে আয়াতে ۝ الْمَلَائِكَةُ-এর সাথে ۝ كُلُّهُمْ (সকলে) ও ۝ جَمْعُهُمْ (সকল ফেরেশতা ঐক্যবদ্ধভাবে) শব্দদ্বয়ও ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, একজন অথবা কিছু ফেরেশতা সাজদা করেননি, বরং সকল ফেরেশতা ঐক্যবদ্ধভাবে সাজদা করেছেন।

এরপর একটি সন্দেহ থেকে যায় যে, সবাই কি একসাথে সাজদা করেছিলেন না-কি পৃথক পৃথকভাবে? এ ধরনের সন্দেহ দূর করার জন্য মূলত ۝ جَمْعُهُمْ-এর সাথে ۝ جَمْعُهُمْ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সকল ফেরেশতা ঐক্যবদ্ধভাবে এক সাথে সাজদা করেছেন। এ রকম নয় যে, কিছু ফেরেশতা প্রথমে সাজদা করেছেন আর বাকী ফেরেশতা এর কিছুক্ষণ পর করেছেন। বিষয়টি এ জন্যই তাৎপর্যপূর্ণ যে, পৃথক পৃথকভাবে সাজদা করার মাধ্যমে নবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্ণতা পাবে না।

## সম্মানের বিভিন্ন পদ্ধতি

শুধু কারও সম্মানার্থে দাঁড়ানোর নামই তা’যীম নয়, বরং তা’যীমের আরও বহু পদ্ধতি রয়েছে, আল্লাহ তা’আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۝

‘ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।’<sup>২</sup>

ধৈর্য ৩ প্রকার। যেমন- বিপদে ধৈর্য ধারণ করা, সবসময় ধৈর্য-সহকারে আনুগত্য প্রকাশ করা ও পাপ কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:৪২

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:৪৫



৯ শানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

মাধ্যমে ধৈর্যধারণ করা। (উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে সাবী দ্রষ্টব্য।)

আর মুমিনের প্রতি আনুগত্যশীল থাকা যদি ধৈর্যের পর্যায়ভুক্ত হয় তবে নামাযও তার মধ্যে পড়ে। কিন্তু প্রশ্ন আসে আল্লাহ তা‘আলা উল্লিখিত আয়াতে সবরের পরপর আবার সালাত বা নামাযের কথা কেন উল্লেখ করলেন? তার উত্তরে ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) বিখ্যাত তাফসীরে জালালাইন শরীফে সালাতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

أَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ تَعْظِيمًا.

‘সালাত বা নামাযের পৃথক বর্ণনা করা হয়েছে একমাত্র তার সম্মানার্থে।’<sup>১</sup>

অর্থাৎ সবর বা ধৈর্যের মধ্যে সালাতের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকলেও মূলত তার পৃথক উল্লেখ শুধু তা‘যীমের জন্যই করা হয়েছে।

ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.)-এর জবাব দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণভাবে সকলের অংশ গ্রহণের মধ্য থেকে কাউকে বা কোনো বস্তুকে বিশেষায়িত করা বা বিশেষভাবে উল্লেখ করাও তা‘যীমের পর্যায়ভুক্ত।

যেমন- কোনো এক অলিমা বা বৌ-ভাতে সকলকে দাওয়াত দেওয়া হল, তবে মুফতী সাহেবকে দেওয়া হল বিশেষভাবে। অনুষ্ঠানে সবার সাথে মুফতী সাহেব উপস্থিত হলেন তবে আমন্ত্রণকারী তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার বিষয়টি মূলত তাঁর প্রতি তা‘যীম বা সম্মান প্রদর্শন করা।

পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় পারার নবম রুকুতে বর্ণিত আয়াত: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً (হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর<sup>২</sup>)-এর শানে নুযুল বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) বলেন,

وَنَزَلَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا عَظَّمُوا السَّبْتَ.

‘এ আয়াতটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.) বা তাঁর সহচরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।’<sup>৩</sup>

<sup>১</sup> আল-মহন্নী ও আস-সুয়ুতী, তাফসীরুল জালালাইন, পৃ. ১১

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২০৮

<sup>৩</sup> আল-মহন্নী ও আস-সুয়ুতী, তাফসীরুল জালালাইন, পৃ. ৪৩

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.) ও তাঁর বন্ধুমহল যারা পূর্বে ইহুদী ধর্মাবলম্বী ছিলেন, অথচ মুসলমান হওয়ার পরও শনিবারের প্রতি সম্মান দেখাতেন এভাবে যে, সে দিন তাঁরা কোনো (পশু-পাখিকে) শিকার করতেন না। ওই দিন তাঁরা শিকার করাকে হারাম বা নিষিদ্ধ মনে করতেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনো দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে কোনো (পশু-পাখিকে) শিকার না করা প্রকৃতপক্ষে সেই দিন (শনিবার)-এর প্রতি তা'যীম বা সম্মান প্রদর্শন করার নামান্তর।

হযরত মুসা (আ.)-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যখন যাদুকর মাঠে আসলেন, তখন তাঁরা হযরত মুসা (আ.) থেকে জানতে চাইলেন,

قَالُوا يٰمُوسَى اِمَّا اَنْ تَنْتَقِيْ وَ اِمَّا اَنْ تَكُوْنَ نَحْنُ الْمُنْتَقِيْنَ ۝

‘আপনি কি (প্রথমে আপনার লাঠি) রাখবেন, না-কি আমরাই প্রথমে রাখব?’<sup>১</sup>

প্রতিদ্বন্দ্বী যাদুকর হযরত মুসা (আ.) থেকে (বিনয়ের সাথে লাঠি প্রথমে কে রাখবে) এমনটি জিজ্ঞাসা বা জানতে চাওয়াও তাঁর প্রতি তা'যীম বা সম্মান প্রদর্শন মাত্র। দেখা যায়, যাদুকর নবীর প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছেন তার বদৌলতে তাঁরা ঈমানের অমীয়া সুধায় ধন্য হয়েছেন। তাফসীরে খাযিন ও তাফসীরে জামাল ইত্যাদিতে উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়,

وَقَدْ جَاَزَهُمْ عَلَىٰ هٰذَا الْاَدَبِ حَيْثُ مَنَّ عَلَيْهِمُ بِالْاِيْمَانِ.

‘আলাহ তা’আলা উক্ত তা'যীমের জন্য এমন উত্তম পরিণতি দান করলেন যে, তাঁদেরকে ঈমানের মহা-সম্পদ দ্বারা ঐশ্বর্যময় করেছেন বা মেহেরবানি করেছেন।’<sup>২</sup>

তাফসীরে সাবীতে বর্ণিত হয়েছে,

اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ تَاَذِبًا مِّنَ السَّحَرَةِ مَعَ مُوسَى، وَقَدْ جُوْزُوا عَلَيْهِ بِالْاِيْمَانِ وَالنَّجَاةِ مِّنَ النَّارِ.

‘সেই যাদুরকরের পক্ষ থেকে হযরত মুসা (আ.)-এর প্রতি তা'যীম বা সম্মানের পুরস্কার ছিল এই যে, তাঁকে ঈমান দ্বারা পরিশুদ্ধ করা হয়েছে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা হয়েছে।’<sup>৩</sup>

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১১৫

<sup>২</sup> (ক) আল-খাযিন, লুবাবুত তাওয়ায়ীল ফী মা'আনিত তানযীল, খ. ২, পৃ. ২৩৫; (খ) সুলাইমান আল-জামাল, আল-ফুতুহাতুল ইলাহিয়া, খ. ২, পৃ. ১৮৩

উল্লিখিত উদ্ধৃতি থেকে দুটি বিষয় প্রতিভাত হয়। যথা—

১. যাদুকর তার ভেক্‌ভাজি শুরুর পূর্বে হযরত মুসা (আ.) থেকে অনুমতি নেওয়াও হযরত মুসা (আ.)-এর প্রতি যাদুকরের সম্মানের বহিঃপ্রকাশ।
২. নবীর তা'যীম দ্বারা ঈমান যায় না, বরং তা'যীমকারী যদি কাফির হয় তবে সে নবীর প্রতি তা'যীমের কারণে ঈমানদার হয়ে যায়।

ফুকহায়ে কেরাম মসজিদের সাজ-সজ্জাকরণকে মুস্তাহাব বলেছেন। তাঁর প্রমাণ হিসেবে তাঁরা বলেছেন, এর দ্বারা মসজিদের প্রতি তা'যীম করা হয়।<sup>২</sup>

ইমাম বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী আল-মারগীনানী (রহ.) মৃতের গোসল দেওয়ার খাটিয়ায় সুগন্ধিযুক্ত ধোয়া দেওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ الْمَيِّتِ.

‘সুগন্ধিযুক্ত ধোয়া দেয়ার মধ্যে মৃতের প্রতি সম্মান দেখানো হয়।’<sup>৩</sup>

প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদের সাজ-সজ্জা করা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন বৈ কিছু নয়। এটি মুস্তাহাব। এভাবে মৃতের গোসলের খাটিয়ায় ধোয়া দেওয়া মৃতের প্রতি সম্মান করা। এটিও মুস্তাহাব। সুতরাং এটি গায়রুল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হওয়া সত্ত্বেও কুফরী এবং শিরক তো নয়ই, গোমরাহি বা বিভ্রান্তি হওয়ারও কোনো অবকাশ নেই।

কুরআন করীম, তাফসীর, ফিক্‌হ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, কাউকে শুধু দাঁড়িয়ে সম্মান নয়, বরং বহুমুখী পন্থায় যেমন— কাজে-কর্মে, কথা-বার্তায় এককথায় যা দ্বারা সম্মানিত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় এমন সব অভিব্যক্তিই তা'যীম।

তাছাড়া আগত অতিথির সম্মানার্থে চলার পথ খালি করে দেওয়াও তা'যীম। এমনকি বিশেষ কোনো ব্যক্তিবর্গের সামনে ধূমপান না করা, অথবা ধূমপান করা অবস্থায় সে ধরনের ব্যক্তিত্বকে দেখার সাথে সাথে বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি ফেলে দেওয়া ইত্যাদিই তা'যীম। এসব শিষ্টাচারিতা দ্বারা বিশেষ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পায়।

<sup>১</sup> আহমদ আস-সাবী, *আল-হাশিয়া আলা তাফসীরি জালালাইন*, খ. ২, পৃ. ৭৯

<sup>২</sup> ইবনে আবিদীন, *রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, খ. ১, পৃ. ৬৫৮

<sup>৩</sup> আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়া ফী শরহি বিদায়াতুল মুবতাদী*, খ. ১, পৃ. ৮৮

## কুরআনে শানে মুস্তাফা (সা.)

মহান আলাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۝ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

‘(হে নবী!) নিশ্চয় আমি আপনাকে সাক্ষীদাতা আর সু-সংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। যাতে (হে মানব জাতি!) তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের ওপর ঈমান আনবে আর রাসুলের প্রতি তা'যীম এবং সম্মান প্রদর্শন কর আর সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা বয়ান কর।’<sup>১</sup>

আল্লামা কাযী আবুল ফযল আয়ায (রহ.) উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

فَأَوْجَبَ تَعَالَى نَعَزِيرَهُ وَتَوْقِيرَهُ وَالزَّمَّ إِكْرَامَهُ وَتَعْظِيمَهُ.

‘আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সা.)-এর প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান প্রদর্শন করাকে ওয়াজিব করেছেন এবং তাঁর প্রতি তা'যীম অবশ্যই কর্তব্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন।’<sup>২</sup>

বর্ণিত আয়াতে সরকারে আকদাস (সা.)-এর প্রতি তা'যীম ও সম্মানের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এটি শুধু জায়েয বা বৈধের কথা বলা হয়নি, বরং ওয়াজিব ও অবশ্যই কর্তব্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত উচিত অত্যন্ত আদব ও বিনয়ের সাথে হুযুর (সা.)-এর প্রতি যেকোনো বৈধ সুন্দর ও উত্তম পন্থায় তা'যীম ও সম্মান প্রদর্শন করা। কারণ নবীর তা'যীমের হুকুমটা মতলক বা শর্তমুক্ত। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট तरीকা বা পন্থায় সীমাবদ্ধ করা হয়নি। ইয়া যেকোন বৈধ ও উত্তম পন্থায় নবীর তা'যীম করা যাবে। তবে নবীকে খোদা বলা অথবা তাঁর পুত্র বলা অথবা তাঁর মতো কোনো গুণ নবীর জন্য কখনোই করা যাবে না। তা অবশ্যই শিরক ও কুফরী এবং নবীকে সাজদা করাও হারাম এবং অবৈধ।

উল্লিখিত আয়াতে মুবারাকায় প্রথমে ঈমানের কথা বলা হয়েছে, لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۝ অতঃপর রাসুলের প্রতি তা'যীমের হুকুম দেওয়া হয়েছে, وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۝ অতঃপর ইবাদত এর কথা বলা হয়েছে, وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً ۝

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-ফাতাহ, ৪৮:৮-৯

<sup>২</sup> কাযী আয়ায, আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকুকিল মুস্তাফা, খ. ২, পৃ. ৩৫

১৩ শানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

وَأَصْلُهُ ۖ যার দ্বারা একথাই স্পষ্টত ইঙ্গিত করা হয়েছে, ঈমান হচ্ছে সবার আগে। অর্থাৎ ঈমান ছাড়া রাসূলের তা'যীম গ্রহণীয় নয়। আর নবীর প্রতি তা'যীম বা সম্মান প্রদর্শন না করে যারা নামায, রোযা, হজ, যাকাত এবং যাবতীয় ভালো ও পুণ্যময় কাজ যাই করুক সবকিছুই অসার। সেসব ইবাদত-বন্দেগী কোনো কাজে আসবে না।

মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝

‘এবং যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে নিশ্চয় তার অন্তর পরিশুদ্ধতা লাভ করে।’<sup>১</sup>

বর্ণিত আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে, যার অন্তরে আল্লাহ-ভীতি ও পরিশুদ্ধতা অর্জন করেছে সে নিশ্চয় আল্লাহর নিদর্শনসমূহের তা'যীম করবে। আল্লাহর নিদর্শনের অর্থ হল, মহান আল্লাহর প্রদত্ত একমাত্র ইসলাম ধর্মের নিশানা বা প্রতীকসমূহ।<sup>২</sup>

আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দীনের নিশানাগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট নিশানা হল সরকারে আকদাস মুহাম্মদ (সা.)। সুতরাং আল্লাহর সমস্ত নিশানার মধ্যে সবচেয়ে বেশি তা'যীমের হক একমাত্র রাসূলে পাক (সা.)-এর। আলোচ্য আয়াতে একথাও সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে সকল লোক হযুর (সা.)-এর তা'যীমকে অস্বীকার করে তাদের বেশ-ভূষণ দেখতে ভালো মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে খোদাভীতিও নেই এবং পরিশুদ্ধও নয়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتُ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۝

‘এবং যে আল্লাহ তা'আলার নিশানসমূহকে সম্মান তা'যীম করবে, তাঁর রবের নিকট তার জন্য এটিই উত্তম।’<sup>৩</sup>

বর্ণিত আয়াতে ۝ حُرْمَتُ اللَّهِ ۝ মানে আল্লাহর নিকট সম্মানিত। আর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট তাঁর প্রিয়নবীই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের মূল কথা হচ্ছে যে, যে মুসলমান নবী

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-হজ, ২২:৩২

<sup>২</sup> আল-মহদী ও আস-সুয়ুতী, তাফসীরুল জালালাইন, পৃ. ৪৩৮

<sup>৩</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-হজ, ২২:৩০

করীম (সা.)-এর তা'যীম করবে এবং আদব ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করবে সেই কাফির বা মুশরিক হবে না, বরং এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার জন্য সর্বোত্তম প্রতিদান রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও রাসূলের অগ্রগামী হবে না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শুনেন এবং জানেন।’<sup>১</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ

بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের আওয়াজ নবীর আওয়াজের চেয়ে উঁচু করো না এবং তোমরা পরস্পর যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল, হুয়ুর (সা.)-এর সামনে অনুরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বল না। এতে তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে।’<sup>২</sup>

মহান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আলোচ্য আয়াতে তাঁর প্রিয় হাবীবে মুস্তাফা (সা.)-এর তা'যীমের এমন তরীকা বা পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন যা মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। উক্ত তরীকাসমূহের মধ্যে প্রধানত ৩টি তরীকা হল:

১. কথায় ও কাজে যেকোন কিছুতে রাসূল (সা.)-এর অগ্রগামী না হওয়া,
২. তাঁর সামনে উচ্চৈঃস্বরে কথা না বলা,
৩. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে সেসব কথা না বলা যা তোমরা পরস্পর বলে থাক।

যদি কেউ উপর্যুক্ত নির্দেশ অমান্য করে ইচ্ছামত চলে, তবে সে তা'যীম তো করল না, বরং নবীদ্রোহীতাই করল। সুতরাং হে মুসলিম সম্প্রদায়! (নবীর তা'যীম অস্বীকার করলে) তোমাদের সকল পুণ্যময় আমল নষ্ট হয়ে যাবে, তোমরা মুরতাদ হয়ে যাবে, তোমাদের খবরই থাকবে না। অথচ তোমরা নিজেদের ঈমানদার এবং আমলঅলা ব্যক্তি হিসেবে জানবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উল্লিখিত দুইটি আয়াতেই তা'যীমের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! [হে ঈমানদার (বিশ্বাসী)!] বলে সম্বোধন

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-হুজরাত, ৪৯:১

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-হুজরাত, ৪৯:২

করেছেন এজন্যই যে, যারা আল্লাহ-রাসূলের ওপর ঈমান এনেছেন তারা ই নবীর তা'যীম ওয়াজিব হওয়াকে স্বীকার করবেন। সুতরাং তাদেরকে তা'যীম এর পদ্ধতি অবহিত করা উচিত। আর যারা ঈমানদার বা বিশ্বাসী নয়, তাদের জন্য নবীর তা'যীমের বর্ণনা করাও অনর্থক। কারণ তারা নবীর তা'যীম অগ্রাহ্য করে। যেমন অমুসলিমদের নামায পড়ার জন্য আহ্বান করা ও শেখানো অনর্থক, কারণ তারা তো নামাযকেই অস্বীকার করে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۖ

‘রাসূল (সা.)-কে আহ্বান করার সময় তোমরা এমনভাবে আহ্বান করবে না যেমন তোমরা পরস্পরকে আহ্বান কর।’<sup>১</sup>

আলোচ্য আয়াতে সরকারে দু’আলম (সা.)-এর তা'যীমের তরীকা বা পদ্ধতি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে তোমরা যেভাবে পরস্পরকে নাম ধরে ডাক, সাবধান ওইভাবে নবীকে ডাকবে না।

হযরত আবু মুহাম্মদ আল-মক্কী আল-মালিকী (রহ.) উলিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

وَلَا تُنَادُوهُ بِاسْمِهِ نِدَاءَ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، وَلَكِنْ عَظْمُوهُ وَوَقِّرُوهُ وَنَادُوهُ بِأَشْرَفِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُنَادَى بِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ.

‘রাসূলকে নাম ধরে ডাকবে না, যেভাবে তোমরা পরস্পরকে ডাক। তবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তা'যীম এবং সম্মানের সাথে ইয়া নবীয়ালাহ, এয়া রাসূলুলাহ, বাক্য দ্বারা অত্যন্ত বিনয় ও আদবের সাথে আহ্বান করবে যেভাবে রাসূল পছন্দ করেন।’<sup>২</sup>

ইমাম শিহাবউদ্দীন আল-খাফাজী (রহ.) উপর্যুক্ত বিষয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন,

قَدْ نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْأُمُورِ الَّتِي تَقْضِي إِهَانَتَهُ، فَكَأَنَّهُ أَمَرَ بِتَعْظِيمِهِ وَتَوْقِيرِهِ.

‘যে কথা দ্বারা হুযুর (সা.)-এর শান-মানের হানি হবে তা থেকে বিরত থাকার হুকুম দিয়েছেন পক্ষান্তরে যে সব কথার দ্বারা নবীর তা'যীম ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে তা করার বা বলার জন্য নির্দেশ

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আন-নূর, ২৪:৬৩

<sup>২</sup> কাযী আয়ায, আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুক্কিল মুস্তাফা, খ. ২, পৃ. ৩৬

করেছেন।<sup>১</sup>

আলাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا ۚ

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা ‘রাঈনা’ বলবে না, আর বলবে ‘উন্‌যুর্না’  
বা আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করুন।’<sup>২</sup>

হযুর আকদাস (সা.) যখন কোনো কথা বলতেন, আর সাহাবীরা তা বুঝতে না পারতেন তখন তাঁরা রাঈনা ইয়া রাসূল্লাহ! বলে নবীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। এভাবে বাক্যটি দু’বার বলতেন। কিন্তু ‘রাঈনা’ শব্দটি ইহুদী ভাষাভাষীরা গালি অর্থে ব্যবহার করত। সুযোগ বুঝে ইহুদীরা শব্দটি বলে নবীকে সম্বোধন করত প্রকৃতপক্ষে গালি অর্থে। মহান আলাহ রাব্বুল ইজ্জত ইহুদীদের অসৎ উদ্দেশ্য নির্মূল করার জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন, ‘রাঈনা’ না বলে ‘উন্‌যুর্না’ বলার জন্য।

আল্লামা কাযী আবুল ফযল আয়ায (রহ.) উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলছেন,

نُورًا عَنْ قَوْلِهَا تَعْظِيًا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَنَجِيًّا لَهُ.

‘তা’যীম ও সম্মানের জন্যই শুধু ‘রাঈনা’ উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।’<sup>৩</sup>

## সাহাবী এবং তা’যীমে নবী

দাঁড়িয়ে তা’যীম করা এমন এক সাধারণ বিষয় যে কেউকে দাঁড়িয়ে সম্মান করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতিপক্ষ এমন একটি সাধারণ স্তরের তা’যীম সরকারে দু’আলম (সা.)-এর জন্য বৈধ নয় বলে হৈ-চৈ ফেলে দেন। অথচ সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) সবসময় হযুর (সা.)-এর পবিত্র দরবারে অবস্থান করতেন, যাঁরা শরীয়তের বিধি-বিধান, হালাল-হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত ছিলেন। তাঁরাই রাহমতে আলম (সা.)-এর এমন তা’যীম বা সম্মান করতেন পৃথিবীতে যার দৃষ্টান্ত নেই।

হাদীস শরীফে বর্ণিত যে, হযরত উরওয়া ইবনে মাসউদ (রাযি.) মুসলমান হওয়ার পূর্বে যখন হৃদয়বিয়ায় সন্ধি করার জন্য (মক্কার কাফিরদের

<sup>১</sup> আল-খাফাজী, নাসীমুর রিয়ায ফী শরহি শিফায়িল কাযী আয়ায, খ. ৩, পৃ. ৩৮৬

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১০৪

<sup>৩</sup> কাযী আয়ায, আশ-শিফা বি-তা’রীফি হুক্কিল মুস্তাফা, খ. ২, পৃ. ৩৭



পক্ষে) এসেছিলেন, সে সময় নবীর প্রতি সাহাবীদের প্রকৃষ্ট আনুগত্য, অকৃত্রিম ভালোবাসা ও তা'যীম দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, সন্ধির পর তিনি মক্কায় গিয়ে স্বগোষ্ঠীয়দের নিকট এক আবেগময় বর্ণনা দিয়েছিলেন,

وَاللّٰهُ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ، وَكَيْسَرَى، وَالنَّبَاجِثِ،  
وَاللّٰهُ إِن رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُحَمَّدًا،  
وَاللّٰهُ إِن تَنَحَّمْ نَحَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، فَذَلِكَ بِهَا وَجْهُهُ  
وَجِلْدُهُ، وَإِذَا أَمَرُهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأُوا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ،  
وَإِذَا تَكَلَّمْ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحْدِثُونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ.

‘আল্লাহর শপথ! আমি অনেক বাদশাহের দরবারে গিয়েছি। আমি কিসরা, কায়সার ও নজ্জাশীর দরবারও অলঙ্ঘিত করেছি। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি এমন কোনো বাদশাহর দরবার দেখিনি যে, তাদের সহচরগণ তাদেরকে এমন সম্মান প্রদর্শন করেছেন, যা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে তাঁর সহচরগণ করছেন। খোদার শপথ! তিনি যখন থু থু ফেলছিলেন তখন তাঁর থু থু কোনো না কোনো সাহাবী হাতে নিয়ে ফেলছিলেন এবং মুখে-গায়ে মালিশ করছেন। যখন তিনি কোনো নির্দেশ দেন তাৎক্ষণিক তা পালন করা হচ্ছে। আর যখন অযু করছিলেন তখন মনে হচ্ছে সেই অযুর ব্যবহৃত পানি পাওয়ার জন্য পরস্পর রীতিমত জীবন-মরণ প্রতিযোগিতায় নেমে পড়বে। আর যখন (মুহাম্মদ) কথা বলা শুরু করলেন তখন সবাই চুপ হয়ে গেল এবং তাঁর প্রতি সম্মানার্থে চক্ষু পর্যন্ত মেলিয়ে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলেন না।’<sup>১</sup>

আলোচ্য হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) যারা হেদায়াত ও সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে নক্ষত্রতুল্য হয়েছেন তাঁরাই সদা-সর্বদা রাসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি এত বেশি তা'যীম ও সম্মান প্রদর্শন করতেন যার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এমনকি রাসূল (সা.)-এর লালা, থু থু, শ্লেষ্মা জমিনে পড়তে দিতেন না, হাতে নিয়ে মুখ ও শরীরে মেখে নিজেদের ধন্য করতেন এবং অযুর ও গোসলের ব্যবহৃত পানি পাওয়ার জন্য জীবন-মরণ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়তেন।

<sup>১</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৯৫, হাদীস: ২৭৩১

হাদীস শরীফে সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)-এর প্রতিটি কর্মকেই তা'যীম বলা হয়েছে। যার ফলে আমাদের দাবির সত্যতার প্রমাণ মিলে যে, কথা এবং কাজে যেভাবেই নবীর শান ও মান বৃদ্ধি পাবে তার সবই তা'যীম। সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে এসেছে,

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي قُبَّةِ خَمْرَاءَ مِنْ أَدَمَ، وَرَأَيْتُ  
بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتَدَرُونَ ذَاكَ الْوَضُوءَ،  
فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلٍ يَدِ  
صَاحِبِهِ».

‘হযরত আবু জুহাইফা (রাযি.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুলাহ (সা.)-কে মক্কা শরীফে ‘আবতাহা’ নামক স্থানে দেখেছি তিনি যখন লাল চামড়ার তাবুতে অবস্থান করছিলেন এবং আমি দেখলাম হযরত বেলাল (রাযি.)-কে হুযুর (সা.)-এর ব্যবহৃত অযুর পানি একটি পাত্রে নিলেন এবং অনেক লোককে দেখলাম সেই পানির দিকে দৌড়ে যাচ্ছেন এবং সেই পানি থেকে কিছু পানি নিয়ে তাদের মূখে এবং শরীরে মালিশ করলেন এবং যারা (ওই পানি) পাননি তারা তাদের বন্ধুদের হাত থেকে যা পেয়েছেন লেপে নিয়েছেন।’<sup>১</sup>

উপর্যুক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম রাসূলে আকরাম (সা.)-কে এমন অপরিসীম তা'যীম করতেন যে, হুযুর (সা.)-এর অযুর পানির বরকত নেওয়ার জন্য রীতিমত দৌড়-ঝাপ শুরু করে দিতেন এবং যে সকল সাহাবী পানি পেতেন না তাঁরা অন্যের হাত থেকে যা পেতেন তা মুখে নিতেন।

অন্য এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, এক কুরাইশ বংশের গোলাম রাসূলুলাহ (সা.)-এর পবিত্র শরীরে সুই দেওয়ার পর পবিত্র রক্ত বের হলে তা পান করে নেন। তখন হুযুর (সা.) তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন,

«أَذْهَبَ قَدْ أَحْرَزْتَ نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ».

‘যাও, তুমি নিজেই জান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে নিয়েছ।’<sup>২</sup>

<sup>১</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৮৪, হাদীস: ৩৭৬; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৩৬০, হাদীস: ৫০৩ (২৫০)

<sup>২</sup> (ক) ইবনে হিব্বান, আল-মজরহীন মিনাল মুহাদ্দিসীন ওয়ায যুআফা ওয়ায মাতরুকুন, খ. ৩, পৃ. ৫৯, ক্র. ১১২৩; (খ) আস-সুযুতী, আল-খাসায়িসুল কুবরা, খ. ২, পৃ. ৪৪০

একথা সবাই জানে যে, প্রত্যেক প্রাণীর প্রবাহিত রক্ত হারাম। আর মানুষের রক্ত তো একেবারেই হারাম। কিন্তু হুযুর সরকারে কায়েনাত (সা.)-এর বিশেষত্ব হল তাঁর পবিত্র শরীর মুবারক থেকে প্রবাহিত রক্ত হারাম নয়, বরং ওই রক্ত পান করা বরকত ও পুণ্যময় কাজ। এজন্য যখন সাহাবায়ে কেরাম রক্ত পান করে নিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর ওপর অসম্ভব প্রকাশ না করে বরং তাঁকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত হওয়ার সুসংবাদ দিলেন। এটিও হুযুর (সা.)-এর প্রতি তা'যীম ও সম্মানের প্রকাশ। ফলে রক্ত পান করা সাহাবায়ে কেরামের জন্য এটি পরকালের নাজাতের উপায় হল, জাহান্নাম থেকে মুক্ত হলেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوحَىٰ إِلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ ،  
فَلَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَصَلَّيْتَ يَا  
عَلِيٌّ! قَالَ: لَا، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ فَازِدُ  
عَلَيْهِ الشَّمْسِ» ، قَالَتْ أَسْمَاءُ : فَرَأَيْتُهَا غَرَبَتْ ، ثُمَّ رَأَيْتُهَا طَلَعَتْ بَعْدَ مَا  
غَرَبَتْ، وَوَقَفَتْ عَلَى الْجِبَالِ وَالْأَرْضِ وَذَلِكَ بِالصَّهْبَاءِ فِي خَيْبَرَ.

‘হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে ওমায়স (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছিলেন, এ অবস্থায় তাঁর মাথা মুবারক হযরত আলী (রাযি.)-এর পবিত্র ক্রোড়ে ছিলেন। তখন সূর্য ডোবে যাওয়ায় হযরত আলী (রাযি.)-এর আসর নামায কাযা হয়ে গেল। এরপর হুযুর (সা.) হযরত আলী (রাযি.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আলী! তুমি আসর নামায পড়নি?’ তিনি বললেন, না। তখন হুযুর (সা.) আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন, ‘হে বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালক! আলী আপনার এবং আপনার নবীর আনুগত্যের মধ্যে ছিল (এ জন্য তাঁর আসর নামায কাযা হয়ে গেছে।) সুতরাং আপনি তাঁর জন্য স্তুতি সূর্য আবার উদয় করে দিন।’ হযরত আসমা বিনতে ওমাইস (রাযি.) বলেন, আমি দেখলাম, (নবী করীম (সা.)-এর দুআর পর) স্তুতি সূর্য পুনঃউদয় হল এবং তার রশ্মি পাহাড় এবং জমিনে পড়ল। এ ঘটনাটি খায়বারের নিকট মকামে সাহাবায় ঘটে ছিল।’<sup>১</sup>

<sup>১</sup> (ক) আত-তাহাবী, শরহ মুশকিলি আসার, খ. ৩, পৃ. ৯২, হাদীস: ১০৬৭; (খ) কাযী আযায, আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকুলি মুস্তাফা, খ. ১, পৃ. ২৮৪

উল্লিখিত হাদীস শরীফ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, হযরত আলী (রাযি.) সরকারে আকদাস (সা.)-এর নিদ্রা অবস্থায় তাঁর তা'যীমার্থে নামায পর্যন্ত কাযা করেছেন। কারণ বিশ্বাসীদের নিকট হুযুর (সা.)-এর প্রতি তা'যীম এবং তাঁর শান-শওকত রক্ষা করা ঈমানেরই অংশ এবং রাসূল (সা.)-এর প্রতি তা'যীম প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ঈমানের পরে অন্যান্য ফরযের আগের কাজ। উল্লেখ্য যে, হাদীসে আল্লাহর আনুগত্যকে রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য বলা হয়েছে।

হযরত ওমর ফারুক (রাযি.) থেকে হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে,

سَارَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْغَارِ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ قَالَ: وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُهُ حَتَّى  
أَدْخُلَ قَبْلَكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ، فَدَخَلَ، فَكَسَحَهُ، وَوَجَدَ فِي  
جَانِبِهِ ثَقْبًا، فَشَقَّ إِرَارَهُ وَسَدَّهَا بِهِ وَبَقِيَ مِنْهَا اثْنَانِ، فَأَلْقَمَهَا رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ  
لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ادْخُلْ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَوُضِعَ رَأْسُهُ فِي حُجْرِهِ،  
وَنَامَ، فَلَدَغَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِجْلَيْهِ مِنَ الْجُحْرِ، وَلَمْ يَتَحَرَّكَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَّبِعَهُ رَسُولُ  
اللَّهِ ﷺ، فَسَقَطَتْ دُمُوعُهُ عَلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا أَبَا  
بَكْرٍ؟» قَالَ: لُدِغْتُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، فَتَفَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَذَهَبَ مَا يَجِدُهُ،  
ثُمَّ انْتَقَضَ عَلَيْهِ وَكَانَ سَبَبَ مَوْتِهِ.

‘যখন তিনি হিজরতের রাতে রাসূল (সা.)-এর সাথে গারে সুরে পৌছলেন, তখন তিনি [হযরত আবু বকর (রাযি.)] রাসূল (সা.)-এর নিকট আরয করলেন, আল্লাহর শপথ! আপনি গর্তের ভেতর ততক্ষণ প্রবেশ করবেন না, যতক্ষণ না আমি তাতে প্রবেশ করি। কারণ যদি গর্তে যদি কোনো বিষাক্ত জিনিস; সাপ ইত্যাদি থাকে তা আমি পরিস্কার করে নেব, তাতে আপনি হেফাজতে থাকবেন। এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) গর্তের ভিতরে ঢুকে পড়লেন এবং যতটুকু সম্ভব পরিস্কার করে নিলেন। এরপর তিনি কয়েকটি ছোট গর্ত দেখলে নিজের জামা ছিড়ে তার মুখগুলো বন্ধ করে দেন। কিন্তু দুইটি গর্তের মুখ বন্ধ করতে পারলেন না। সেই দুইটির মুখে তাঁর পায়ের মুড়ি দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। এরপর হুযুর (সা.)-এর নিকট

ভিতরে প্রবেশ করার জন্য বিনীত আরজ করেন। হুযুর সেই গর্তে প্রবেশ করার পর হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর ক্রোড়ে মাথা রেখে হুযুর বিশ্রাম নিচ্ছেন, এ অবস্থায় হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর পায়ের মুড়িতে প্রচণ্ডভাবে দংশন করতে লাগল গর্তের ভেতরে লুকিয়ে থাকা একটি বিষাক্ত সাপ। তা সত্ত্বেও তিনি কোনো নড়া-চড়া করেননি এবং এভাবেই বসে রইলেন যাতে হুযুরের নিদ্রায় কোনো সমস্যা না হয়। কিন্তু সাপের বিষ তাঁর শরীরকে এত বেশি পর্যুদস্ত করেছিল যার কারণে তাঁর চোখ থেকে অশ্রু বের হয়ে হুযুরে আকদাস (সা.)-এর পবিত্র চেহারা মুবারকে গড়িয়ে পড়ল। হুযুরের চোখ খুলে গেল এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) থেকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার কি হয়েছে?’ তিনি বললেন, আমার মা-বাবা আপনার জন্য কুরবান, আমাকে সাপে দংশন করেছে। তখন হুযুরে আলম (সা.) ক্ষত স্থানে তাঁর পবিত্র লালা লাগিয়ে দিলেন এবং তাত্ক্ষণিক তাঁর কষ্ট প্রশমিত হয়ে গেল। কিন্তু সু-দীর্ঘ সময়ের পর সাপের দংশনের সেই বিষ আবারও প্রকাশ পেল, যা তাঁর তিরোধানের কারণ হয়ে পড়ল। অর্থাৎ সেই বিষের প্রতিক্রিয়ায় তিনি ওফাত লাভ করেন।’<sup>১</sup>

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) হযরতের রাতে রাসূলে পাক (সা.)-এর সাথে মক্কা থেকে বের হয়ে ৫ কিলোমিটার দূরে নিরব-নিশব্দ দূর পাহাড়ের পাদদেশে এক ভয়ংকর গর্তে আশ্রয় নেওয়া এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট প্রথমেই তাঁর প্রবেশের অনুমতিসহ নিজ জামা ছিড়ে বিষাক্ত সাপের গর্তগুলোর মুখ বন্ধ করে দেওয়া যাতে হুযুর (সা.)-এর কোনো ক্ষতি না হয়, অবশিষ্ট দুইটি গর্তের মুখে নিজ পায়ের মুড়ি দ্বারা বন্ধ করা এবং এতে সাপ কর্তৃক বিষাক্ত দংশনের পর অতিকষ্টের মধ্যেও রাসূল (সা.)-এর বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটবে ভয়ে নড়াচড়া না করা ইত্যাদি বিষয়গুলো একমাত্র হুযুর (সা.)-এর তা’যীমের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَّهَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فِي سَبْعِ مَائَةٍ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا نَزَلَ بِذِي خَشَبٍ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَازْدَتْ الْعَرَبُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا أَبَا بَكْرٍ، رُدُّ هَؤُلَاءِ، تَوَجَّهَ

<sup>১</sup> আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ৩, পৃ. ১৭০০-১৭০১, হাদীস: ৬০৩৪

هَؤُلَاءِ إِلَى الرُّومِ وَقَدْ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَوْ جَرَتِ الْكَلَابُ بِأَرْجُلِ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا رَدَدْتُ جَيْشًا وَجَهَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

‘হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সা.) হযরত উসামা (রাযি.)-কে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করে শামে (বর্তমান সিরিয়া) প্রেরণ করেন। তিনি যখন যু-খাশাব নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন, তখন হুযুর (সা.) ওফাত হলেন। এ খবর শোনামাত্র আরবের অনেকে মুরতাদ হয়ে গেল এবং সাহাবীদের একটি দল হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর নিকট এসে হযরত উসামা (রাযি.)-সহ সৈন্যবাহিনীকে মদীনা ফিরে নিয়ে আনার জন্য জোর দাবি জানালেন। তখন হযরত আবু বকর (রাযি.) বললেন, সেই মহান সত্তার কসম! যিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো উপাস্য নেই। যদি রাসূলে পাক (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীদের পা মুবারক কুকুর কামড়ে ধরে তবুও আমি আল্লাহর রাসূল কর্তৃক প্রেরিত সেই সৈন্যবাহিনীকে ফেরত আনব না।’<sup>১</sup>

এটিও রাসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি তা’যীম ও সম্মান প্রকাশ। উপস্থিত সাহাবায়ে কেলাম (রাযি.)-এর জোর দাবি সত্ত্বেও একটি নাজুক সময়ে হযরত আবু বকর (রাযি.) হুযুর করীম (সা.)-এর নির্দেশে প্রেরিত সৈন্যবাহিনী ফেরত আনতে অপারগতা প্রকাশ করলেন।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُسِهِمُ الطَّيْرُ.

‘সাহাবায়ে রাসূল হযরত উসামা ইবনে শরীক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, সাহাবায়ে কেলাম নবী করীম (সা.)-কে ঘিরে এমন আদবের সাথে বসা ছিলেন যে, মনে হচ্ছে তাঁদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে।’<sup>২</sup>

<sup>১</sup> (ক) আল-বায়হাকী, আল-ইতিকাদ ওয়াল হিদায়া ইলা সাবীলির রাশাদ আলা মাযহাবিস সালাফ ওয়া আসহাবিল হাদীস, পৃ. ৩৪৫; (খ) ইবনে আসাকির, তারীখু দামিশক, খ. ২, পৃ. ৬০ ও খ. ৩০, পৃ. ৩১৬; (গ) আস-সুয়তী, তারীখুল খুলাফা, পৃ. ৬০

<sup>২</sup> কাযী আযায, আশ-শিফা বি-তারীফি হুক্কিল মুস্তাফা, খ. ২, পৃ. ৩৮

হযুর (সা.)-এর খিদমতের লোকজন এমন চুপচাপ হয়ে বসেছিলেন যে, মনে হচ্ছে তাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে, সে পাখি উড়ে যাবে ভয়ে কেউ নড়াচড়া করছিলেন না। এটিও হযুর (সা.)-এর প্রতি তা'যীমের বহিঃপ্রকাশ। এজন্য আল্লামা কাযী আবুল ফযল আয়ায (রহ.) হযুর করীম (সা.)-এর প্রতি তা'যীম, সম্মান ও শ্রদ্ধায় এ হাদীস শরীফকে গুরুত্ব-সহকারে বিশ্লেষণ করেন।

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ، وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ».

‘হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখলাম, একজন লোক রাসূল (সা.)-এর মাথা মুবারক মুগ্ধাচ্ছিলেন আর সাহাবায়ে কেরাম চতুর্পাশে বসেছিলেন এবং তাঁরা চাচ্ছিলেন না যে, হযুর (সা.)-এর একটি চুলও যেন হাতে আসা ছাড়া জমিনে না পড়ুক।’<sup>১</sup>

এটিও রাসূল (সা.)-এর প্রতি তা'যীম যে, সাহাবায়ে কেরাম হযুরের পবিত্র মুণ্ডিত মাথার একটি চুল মুবারকও যেন মাটিতে না পড়ে এবং নিজেদের হাতে যেন তা সংরক্ষণ করতে পারে সেজন্য হযুরের চারিদিকে বসে রয়েছিলেন। আল্লামা কাযী আবুল ফযল আয়ায (রহ.) হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

لَمَّا أَذِنَتْ قُرَيْشٌ لِّلْعُمَانِ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ حِينَ وَجَّهَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ فِي الْقَضِيَّةِ أَبِي، وَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

‘সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) রাসূল (সা.)-এর যে তা'যীম করেছেন তার মধ্যে এটিও ছিল যে, কুরাইশ কাফিরগণ হযরত ওসমান (রাযি.)-কে কাবা শরীফকে তাওয়াফ করার জন্য বলেছিল যখন হযুর (সা.) সন্ধির জন্য হুদায়বিয়া থেকে ওসমান (রাযি.)-কে মক্কা শরীফে পাঠিয়ে ছিলেন। তখন হযরত ওসমান (রাযি.) মক্কা গিয়ে তাওয়াফ করেননি এবং বললেন, যতক্ষণ রাসূল (সা.) এসে তাওয়াফ করবেন না ততক্ষণ আমিও তাওয়াফ করব না।’<sup>২</sup>

<sup>১</sup> (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৮১২, হাদীস: ২৩২৫ (৭৫); (খ) কাযী আয়ায, আশ-শিফা বি-তা'রীফি হক্কিল মুস্তাফা, খ. ২, পৃ. ৩৯

<sup>২</sup> কাযী আয়ায, আশ-শিফা বি-তা'রীফি হক্কিল মুস্তাফা, খ. ২, পৃ. ৩৯

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالْأَظْفِيرِ».

‘হযরত মুগীরা ইবন শু’বা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূল (সা.)-এর সাহাবাগণ নখ দিয়ে হযুরের দরবারে কড়া নাড়তেন।<sup>১</sup>

আল্লামা মোল্লা আলী আল-কারী (রাযি.) এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন,

«بِالْأَظْفِيرِ» أَيَّ ضَرْبًا خَفِيفًا، وَدَقًّا لَطِيفًا نَعْظِيًّا، وَتَكَرُّبًا، وَتَشْرِيفًا.

‘হযুর (সা.)-এর তা’যীম ও সম্মান এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে হযুরের দরবারের দরজায় হালকাভাবে কড়া নাড়তেন।<sup>২</sup>

### তা’যীমের জন্য সম্মানিতের সামনে থাকা আবশ্যিক নয়

অনেকে বলে থাকেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) হযুর (সা.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন কারণ তাঁদের হযুরকে সামনা-সামনি দেখার সৌভাগ্যে হয়ে ছিল। আর যদি আমরাও হযুরকে দেখতাম তাই করতাম। কিন্তু আমরা তো হযুরকে দেখিনি তাই তা’যীম করব কাকে?

এ ধরনের সন্দেহ ও সংশয়ের জবাব এটিই, তা’যীমের জন্য মু’য়াজ্জম বা যাকে তা’যীম করা হয় সামনি-সামনি দেখা হওয়া এবং তাকে দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম শরীফে মিজবানে রাসূল [হিজরতের পর মদীনা শরীফে রাসূল (সা.) যার আতিথ্য গ্রহণ করে ছিলেন] হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রাযি.) থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَنْدِرُوهَا».

‘হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হযুর (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘যখন তোমরা পায়খানায় যাবে তখন কিবলার দিকে মুখ ও পিঠ দিয়ে বসবে না।’<sup>৩</sup>

<sup>১</sup> (ক) আল-হাকিম, মা’রিফাতু উলুমিল হাদীস, পৃ. ১৯; (খ) কাযী আয়ায, আশ-শিফা বি-তা’রীফি হুক্কিল মুস্তাফা, খ. ২, পৃ. ৪০

<sup>২</sup> মোল্লা আলী আল-কারী, শরহুশ শিফা বি-তা’রীফি হুক্কিল মুস্তাফা, খ. ২, পৃ. ৭১

<sup>৩</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৮৮, হাদীস: ৩৯৪; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২২৪, হাদীস: ২৬৪ (৫৯)



আল্লামা মোল্লা আলী আল-কারী (রহ.) হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন,  
أَيُّ: جِهَةُ الْكُعْبَةِ تَعْظِيماً لَهُ.

‘কাবা শরীফের দিকে মুখ ও পিঠ দিয়ে না বসার নির্দেশ একমাত্র তা’যীমের জন্যেই।’<sup>১</sup>

দেখুন! পায়খানায় প্রবেশকারীর সামনে কাবা শরীফ নেই। তিনি কাবাকে দেখছে না। অথচ তার ওপর কাবা শরীফকে সম্মানার্থে কেবলামুখী বা পশ্চাত না হওয়ার জন্যে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে পায়খানায় প্রবেশকারীর ওপর কাবাকে তা’যীম করা অবশ্যই কর্তব্য হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে।

তা ছাড়া ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে কেউ কাবা না দেখেও যদি তার প্রতি তা’যীম না করে তাহলে ওই কাজ হারাম হিসেবে বিবেচিত হবে।<sup>২</sup>

সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يَنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَذْنُهَا».

‘হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ‘যদি তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়াও, তবে সামনে থুথু ফেলবে না।’<sup>৩</sup>

আল্লামা মোল্লা আলী আল-কারী (রহ.) উপর্যুক্ত হুকুমের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

وَيُخَصِّصُ الْقِبْلَةَ لِتَعْظِيمِهَا.

‘একমাত্র তা’যীমের উদ্দেশ্যে কেবলার দিকে থুথু ফেলার জন্য নিষেধ করা হয়েছে।’<sup>৪</sup>

<sup>১</sup> মোল্লা আলী আল-কারী, মিরকাতুল মাফাতিহ শরহ মিশকাতিল মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. ৩৭৩

<sup>২</sup> আবদুল হক দেহলবী, আশি আতুল লুম’আত শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. ১৯৮

<sup>৩</sup> (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৯১, হাদীস: ৪১৬; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২৩০৩-২৩০৪, হাদীস: ৩০০৮; (গ) আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. ২২২, হাদীস: ৭১০ [২২]

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, যদিও কেবলা হাজার কিলোমিটার দূরে এবং তার দৃষ্টি গোচরিভূত নয়, তবুও তার দিকে থুথু না ফেলা প্রকৃত পক্ষে কেবলারই তা'যীম।

প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ সুনানে আবু দাউদ শরীফে এসেছে,

عَنْ أَبِي سَهْلَةَ السَّائِبِ بْنِ خَلَادٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا،  
فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ فَرَغَ: «لَا  
يُصَلِّيْ لَكُمْ»، فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنْعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ  
اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «نَعَمْ»، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّكَ  
أَذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ».

‘হযরত আবু সাহলা আস-সায়িব ইবনে খালদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, এক লোক তার সম্প্রদায়ের লোকদের নামায পড়াচ্ছিলেন এ সময় তিনি কেবলার দিকে থুথু ফেললেন, যা রাসূল (সা.) দেখেছিলেন। যখন ওই ব্যক্তি নামায শেষ করলেন তখন রাসূল (সা.) সেই সম্প্রদায়ের লোকদের বললেন, আগামীতে ওই ব্যক্তি তোমাদের নামায পড়াবে না। হযুর (সা.)-এর নিষেধের পর লোকটি নামায পড়াতে চাইলে সবাই তাকে বারণ করল এবং রাসূল (সা.)-এর নিষেধের কথা তাকে জানাল। ওই লোকটি হযুরের দরবারে এসে বিষয়টি জানতে চাইলে রাসূলে পাক (সা.) বললেন, ‘হ্যাঁ, আমি নিষেধ করেছি।’ হাদীস বর্ণনাকারী হযরত সায়িব (রাযি.) বললেন, আমার স্মরণে আছে যে, রাসূলুল্লাহ একথাও বলেছিলেন, ‘তুমি আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট দিয়েছ এবং তাদের অসন্তোষ করেছে।’<sup>২</sup>

উক্ত হাদীস শরীফেও উল্লেখ করা হয়েছে যে তা'যীমের জন্যে ‘মুয়াযযম’ সামনে থাকা বাধ্য নয়, যেভাবে ইমামের সামনে কাবা দেখা না গেলেও তাকে একমাত্র তা'যীমার্থে থুথু ফেলা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ।

একথা জেনে রাখা উচিত, যে ব্যক্তি কাবা শরীফের তা'যীম করল না বরং বেয়াদবিই করে, ইমামও নিয়োগ করা যাবে না। এমনকি প্রথম থেকে

<sup>১</sup> মোত্তা আলী আল-কারী, মিরকাভুল মাফাতীহ শরহ মিশকাতিল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৬০০

<sup>২</sup> আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১৩০, হাদীস: ৪৮১

সেই ধরনের ব্যক্তি ইমাম হিসেবে নিযুক্ত থাকলে তাকে ইমাম পদ থেকে অব্যহতি দিতে হবে।

সুতরাং যিনি সৃষ্টিজগতের দিশারী হযরত আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করল না, বরং তা'যীম করাকে অস্বীকার (ইনকার) করল, সাথে সাথে তাকে ধিক্কারও দেবেন এবং ইমামতের পদ থেকে অব্যহতি দেবেন। কেননা সে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে অসম্বলষ্ট করেছে। মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۝

‘নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তো তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য পশ্চত রাখছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।’<sup>১</sup>

## রাসূল (সা.)-এর সাথে সম্পর্কিতদের প্রতি তা'যীম

যেসব বস্তুর সাথে রাসূলে আকরম (সা.)-এর সম্পর্ক (নিসবত) রয়েছে তাদেরও তা'যীম করা প্রয়োজন। কেননা সেসব বস্তু বা জিনিসের প্রতি তা'যীম প্রকৃতপক্ষে রাসূল (সা.)-এর প্রতি তা'যীম ও সম্মান। আল্লামা কাযী আবুল ফযল আয়ায (রাযি.) এ বিষয়ে যে বিশ্লেষণটি করেছেন তা হল,

وَمِنْ إِعْظَامِهِ وَإِكْبَارِهِ إِعْظَامُ جَمِيعِ أَصْبَابِهِ وَإِكْرَامُ مَشَاهِدِهِ وَأُمْكِنَتِهِ مِنْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَعَاهِدِهِ وَمَا لَمْ يَسَّهُ ﷺ أَوْ عُرِفَ بِهِ.

‘সেসব বস্তুর প্রতি তা'যীম বা সম্মান প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে হুযুর (সা.)-এর প্রতি তা'যীম বা সম্মান প্রদর্শন হিসেবে ধরা হবে যে সকল বস্তু হুযুর (সা.)-এর সাথে সম্পর্ক। যেমন- মক্কা মুয়াযযমা এবং মদীনা মনোয়ারার স্থানসমূহ যেখানে রাসূল (সা.) তাসরীফ এনেছিলেন সে সকল স্থানের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা এবং যেসব বস্তুর ওপর রাসূলুল্লাহ কিয়াম বা দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেসব বস্তু যার ওপর হুযুর বসেছিলেন বা হাত রেখেছিলেন অথবা কোনো কারণে স্পর্শ হয়েছিল অথবা রাসূল (সা.)-এর নাম (মুবারক) দ্বারা করা হয় এমন সব বস্তুর প্রতি তা'যীম বা সম্মান করা যাবে।’<sup>২</sup>

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৫৭

<sup>২</sup> কাযী আয়ায, আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুক্কিল মুস্তাফা, খ. ২, পৃ. ৫৬

তাই দেখা যায়, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীনে ইযাম এবং ওলামায়ে ইসলাম সরকারে কায়েনাত (সা.)-এর সাথে সম্পর্কিত সবকিছুর প্রতি সবসময় তা'যীম ও সম্মান করতেন। প্রমাণ-স্বরূপ কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করা হল:

### ১. হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبِيدَةَ: «عِنْدَنَا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَصَبْنَاهُ مِنْ قَبْلِ أَنَسٍ أَوْ مِنْ قَبْلِ أَهْلِ أَنَسٍ»، فَقَالَ: «لَأَنْ تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةً مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

‘হযরত ইবনে সীরীন (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবীদা (রাযি.)-কে বললাম, আমার নিকট রাসূল (সা.)-এর কিছু চুল মুবারক আছে যা আমি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) অথবা তাঁর পরিবার থেকে পেয়েছি। তখন হযরত আবীদা (রাযি.) বললেন, আমার নিকট রাসূল (সা.)-এর একটি মাত্র চুল থাকা আমার নিকট দুনিয়ার সমস্ত কিছু থেকে অনেক বেশি প্রিয়।’<sup>১</sup>

### ২. আল্লামা কাযী আবুল ফযল আয়ায (রহ.) বর্ণনা করেন,

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ نَجْدَةَ، قَالَتْ: كَانَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ قِصَّةٌ فِي مُقَدِّمِ رَأْسِهِ إِذَا قَعَدَ وَأَرْسَلَهَا أَصَابَتِ الْأَرْضَ، فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَحْلِفُهَا؟ فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ بِالَّذِي أَحْلِفُهَا وَقَدْ مَسَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ.

‘হযরত সাফিয়া (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবু মাহযুরা (রাযি.) যিনি মক্কা শরীফে হযুর (সা.)-এর মুয়াযিযন ছিলেন, তাঁর মাথার সম্মুখভাগে এক জোড়া চুল ছিল যা মাটিতে বসার পর খুলে দিলে তা মাটি স্পর্শ করত। কেউ একজন তাঁকে বললেন যে, আপনি এ চুল দুটি কেটে ফেলছেন না কেন? তখন তিনি বললেন, আমি এ চুলগুলো এ জন্যেই ফেলছিল না যে, হযুর (সা.) পবিত্র হাতে এ চুলগুলো স্পর্শ করেছিলেন।’<sup>২</sup>

### ৩. হাদীস শরীফে এসেছে,

<sup>১</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৪৫, হাদীস: ১৭০

<sup>২</sup> কাযী আয়ায, আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুক্কিল মুস্তাফা, খ. ২, পৃ. ৫৬

عَنْ عَاصِمٍ الْأَخْوَلِ، قَالَ: رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَدْ أَنْصَدَعَ فَسَلَسَلَهُ بِفِضَّةٍ، قَالَ: وَهُوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُضَارٍ، قَالَ: قَالَ أَنَسُ: «لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا»، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلَقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَأَرَادَ أَنَسُ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلَقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ: لَا تُغَيِّرَنَّ شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَرَكَهُ.

‘হযরত আসিম আল-আহওয়াল (রাযি.) বলেন, আমি হযরত আনাস ইমানে মালিক (রাযি.)-এর নিকট নবীয়ে আকরম (সা.)-এর একটি ব্যবহৃত পাত্র দেখলাম যেটি অত্যন্ত লম্বা সুন্দর ও উত্তম ছিল এবং পাইন গাছের কাঠ দ্বারা তৈরি ছিল। পাত্রটি ভেঙে গিয়েছিল, হযরত আনাস (রাযি.) তা চাঁদির তার দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। হযরত আনাস বর্ণনা করলেন, এ পাত্র দ্বারা রাসূলে খোদা (সা.) বার বার পানি পান করেছেন। হযরত ইবনে সীরীন (রাযি.) বলেন, এর মধ্যে লোহার একটি ছোট পাত ছিল। হযরত আনাস (রাযি.) চেয়েছিলেন লোহার পাতটি বের করে নিয়ে তাতে স্বর্ণ বা রূপার পাত লাগিয়ে দেবেন। তখন হযরত আবু তালহা (রাযি.) বলেন, যেটি রাসূলে খোদা (সা.) নিজেই বানিয়েছেন তার মধ্যে অবশ্যই কোনো পরিবর্তন করো না। একথা শুনে তিনি যেভাবে ছিল সেভাবে রেখে দিলেন। এ পাত্রটি মানুষের নিকট এত বেশি সম্মানিত ছিল যে, হযরত নযর ইবনে আনাস (রাযি.) তাঁর সম্পদের অংশ থেকে ৮ লাখ দিরহাম দিয়ে তা ক্রয় করেছিলেন।’<sup>১</sup>

৪. হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ بِرُذَةٍ، قَالَ: أَنْتَرُونَ مَا الرُّذَةُ؟ فَقِيلَ لَهُ: نَعَمْ، هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَّيْهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدَيَّ أَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا

<sup>১</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১১৪, হাদীস: ৫৬৩৮

إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّا إِزَارُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اكْسِيْنِيهَا. فَقَالَ: «نَعَمْ». فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَطَوَّأَهَا ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ، لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ، قَالَ سَهْلٌ: فَكَأَنْتَ كَفَنُهُ.

‘হযরত সাহল ইবনে সা’দ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, একজন নারী একটি চাদর নিয়ে হুযুর (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুলাহ! এ চাদরখানা আমি আমার নিজ হাতে আপনার জন্য বুনেছি। এটি আপনার পরিধানের জন্যে এনেছি। হুযুর চাদরখানা গ্রহণ করলেন। এ সময় সাহাবাদের মধ্যে একজন নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুলাহ! এটি আমাকে পরিধানের জন্যে দিন। হুযুর বললেন, তোমাকে পরিধানের জন্যে দেব। কিছুক্ষণ পর হুযুর (সা.) মজলিস থেকে চলে গেলেন অতঃপর আবার আসলেন এবং চাদরখানা খুলে ওই সাহাবীর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। উপস্থিত লোকজন ওই সাহাবীকে বললেন, তুমি হুযুর (সা.)-এর চাদরখানা চেয়ে ভালো করনি। কেননা তুমি জান হুযুর কারো আবেদনকে ফেরত দেন না। তখন ওই সাহাবী বললেন, আলাহর শপথ! আমি ওই চাদরখানা এ জন্যই চেয়েছি যে, এটি আমার কাফন হবে। পরবর্তীতে চাদরখানাই তাঁর কাফন হয়েছিল।’<sup>১</sup>

৫. হাদীস শরীফে এসেছে, একদিন হুযুর (সা.) সাহাবীদের সাথে নিয়ে সকীফায়ে বনী সায়িদায় তাশরীফ নিলেন সেখানে হুযুর হযরত সাহল ইবনে সা’দ (রাযি.)-কে বললেন, আমি পানি পান করব। হযরত সাহল (রাযি.) একটি পাত্র করে হুযুর (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের পানি পান করালেন। হযরত আবু হাযিম (রাযি.) বর্ণনা করেন, হযরত সাহল (রাযি.) উক্ত পাত্রটি আমাদের জন্য বের করলেন,

فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ، فَشَرَبْنَا مِنْهُ، قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْبَهَهُ عُمَرُ بْنُ

<sup>১</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ১৪৬, হাদীস: ৫৮১০

عَبْدُ الْعَزِيزِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَوَهَبَهُ لَهُ.

‘আমরা পাত্র থেকে পানি পান করলাম। অতঃপর খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) হযরত সাহল (রাযি.) থেকে পাত্রটি চেয়ে নিয়ে নিলেন।’<sup>১</sup>

৬. হযরত আস‘আদ ইবনে যারারাহ (রাযি.) হুযুর (সা.)-এর খিদমতে একটি খাট নিবেদন করেছিলেন, যা ছিল সেগুন কাঠ দ্বারা তৈরি। হুযুর (সা.) তার ওপর বিশ্রাম করতেন আর যখন ইত্তিকাল করেছিলেন তাঁর পবিত্র কফিন মুবারক তথায় রাখা হয়েছিল। হুযুর (সা.)-এর পর হযরত আবু বকর (রাযি.) ইত্তিকাল করলে তাঁকেও সেখানে রাখা হয়। অতঃপর হযরত ফারুকে আযম (রাযি.)-কে ওফাতের পর তাতে রাখা হয়। অতঃপর তা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাযি.)-এর মালিকানায় চলে আসে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইসহাক (রহ.) খাটের কাঠগুলো ৪ হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করেছিলেন।<sup>২</sup>
৭. হযরত আবু বকর ইবনুল আনবারী (রহ.) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, কাসীদায়ে বানাত সু‘আদ শোনানোর সুযোগে হুযুর (সা.) হযরত কা’ব (রাযি.)-কে যে চাদরখানা দিয়েছিলেন হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) ১০ হাজার দিরহাম দিয়ে তা কিনতে চাইলে হযরত কা’ব (রাযি.) বললেন, রহমতে আলম (সা.)-এর চাদরের জন্য আমি আমার চেয়ে কাউকে উপযুক্ত মনে করছি না। অতঃপর হযরত কা’ব (রাযি.)-এর ইত্তিকালের পর হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) হযরত কা’ব (রাযি.)-এর উত্তরাধিকারের নিকট থেকে ১০ হাজার দিরহামের বিনিময়ে তা খরিদ করেন।<sup>৩</sup>
৮. আল্লামা মোল্লা আলী আল-কারী (রহ.) বিষয়টি বিশ্লেষণ করে বলেন, হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর নিকট হুযুর সাইয়িদে আলম (সা.)-এর লুপ্তি, চাদর এবং জামা মুবারক ছিল। ইত্তিকালের সময় তিনি অসিয়ত করেছিলেন,

كُنُونِي فِي قَمِيصِهِ، وَأَذِرْ جُوزِي فِي رِدَائِهِ، وَأَزْرُونِي بِإِرَارِهِ، وَاحْشُوا

<sup>১</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ১১৩, হাদীস: ৫৬৩৭

<sup>২</sup> আল-কাস্তালানী, আল-মাওয়াহিবুল লুদনিয়া বিল-মানহিল মুহাম্মাদিয়া, খ. ৩, পৃ. ৩৮২

<sup>৩</sup> (ক) শরহ কসীদাতি বানাত সু‘আদ লি-ইবনি হিশাম; (খ) আল-হালবী, ইনসানুল উয়ুন ফী সীরাতিল আমীন মামুন, খ. ৩, পৃ. ৩০১-৩০২; (গ) নুর বখশ তাওয়াক্কুলী, সীরাতে রাসুলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, পৃ. ৬৮৩-৬৮৪

مَنْحَرَيَّ وَشِدْقَيَّ وَمَوَاضِعَ السُّجُودِ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، وَخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ.

‘আমার কফিনে ছয়ুর (সা.)-এর জামা পরিধান করে দেবে, ছয়ুরের চাদর দিয়ে ঢেকে দেবে, তাঁর লুঙ্গি পরিয়ে দেবে এবং আমার গলা ও মুখে এবং সেসব অঙ্গে যার দ্বারা সাজদা করা যায় তাতে ছয়ুরের দাঁড়ি মুবারক, নখ মুবারকের অংশগুলো রেখে দেবে এবং আমাকে পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহর রহম ও করমের ওপর সোপর্দ করবে।’<sup>১</sup>

৯. আল্লামা কাযী আবুল ফযল আয়ায (রহ.) ব্যাখ্যায় বলেন,

وَرُؤْيَا ابْنِ عُمَرَ وَأَضْعَا يَدَهُ عَلَى مَقْعَدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى وَجْهِهِ.

‘হযরত ইবনে ওমর (রাযি.)-কে দেখা গিয়েছিল যে, মিসর শরীফের যে স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা.) বসেছিলেন সেখানে তিনি হাত রাখেন এবং তা মুখমণ্ডলে মুছে নেন।’<sup>২</sup>

১০. বর্ণিত আছে, ইমাম আবুল হাসান আলী আস-সামহুদী (রহ.) উল্লেখ করেন যে,

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، شَيْخِ مَالِكٍ، أَنَّهُ حَيْثُ أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْعِرَاقِ جَاءَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَمَسَحَهُ وَدَعَا.

‘হযরত ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ যিনি হযরত ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.)-এর শিক্ষক ছিলেন বর্ণনা করেন, হযরত ইমাম মালিক (রাযি.) মদীনা শরীফে কোনো পণ্ডকে সাওয়াযী হিসেবে ব্যবহার করতেন না এবং বলতেন, আল্লাহর দরবারে লজ্জাবোধ করি এ জন্য যে, যে ভূমিতে রাসূলে খোদা (সা.) শুয়ে আছেন সেই ভূমিতে নিজ পশুর পা দ্বারা পদদলিত করা।’<sup>৩</sup>

১১. আল্লামা কাযী আবুল ফযল আয়ায (রহ.) তাঁর গ্রন্থে লিখেন,

<sup>১</sup> মোল্লা আলী আল-কারী, মিরকাভুল মাফাতীহ শরহ মিশকাতিল মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. ২৮৩

<sup>২</sup> কাযী আয়ায, আশ-শিফা বি-ত’রীফি হুক্কিল মুস্তাফা, খ. ২, পৃ. ৪৪

<sup>৩</sup> আস-সামহুদী, ওয়াউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা, খ. ৪, পৃ. ২১৬



كَانَ مَالِكٌ ﷺ لَا يَرْكَبُ بِالْمَدِينَةِ دَابَّةً، وَكَانَ يَقُولُ أُسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَنْ  
أَطَأْتُ تَرْبَةً فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَافِرِ دَابَّةٍ.

‘হযরত ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) মদীনা শরীফে কোনো পশুকে সওয়ারি হিসেবে ব্যবহার করতেন না এবং বলতেন, আমি আল্লাহর দরবারে লজ্জাবোধ করি এ জন্য যে, যে ভূমিতে রাসূলে খোদা (সা.) শুয়ে আছেন সেই ভূমিতে নিজ পশুর পা দ্বারা পদদলিত করা।’<sup>১</sup>

১২. আল্লামা আবুল ফযল আল-জাওহরী আল-আন্দালুসী (রহ.) হিজরতের উদ্দেশ্যে মদীনায়ে তাইয়্যিবার দিকে রওয়ানা হলেন। যখন পবিত্র মদীনা নগরীর নিকটে পৌঁছলেন তখন তিনি সওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন এবং নিমোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করতে লাগলেন,

نَزَلْنَا عَنِ الْأَكْوَارِ نَمِثِي كَرَامَةً \* لِمَنْ بَانَ عَنْهُ أَنْ نُسَلِّمَ بِهِ رَكْبًا

‘সেই মহান সত্তার সম্মানার্থে

নেমে পড়লাম সওয়ার থেকে,

শিষ্টাচার নয়তো সওয়ারতে

জোড়া কদমে চললাম যিয়ারতে।

১৩. আল্লামা ইসমাঈল হক্কী (রহ.) উল্লেখ করেন যে, আয়াযের ছেলে যার নাম ছিল মোহাম্মদ। তিনি সুলতান মাহমুদ গজনবী (রহ.)-এর খিদমতে রত ছিলেন। একদিন সুলতান এ বলে নির্দেশ দিলেন যে, আয়াযের ছেলেকে বল গোসলখানায় পানি রাখার জন্য। বাদশাহ অযু করার পর আয়ায সুলতানের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন যে, এ ভৃত্যের ছেলের কি ক্রটি হয়ে গেল যে, আজ ছুর তার নাম ধরে ডাকলেন না। সুলতান বললেন, তোমার কোনো ভুল হয়নি, মূলত আমার অযু না থাকায় আমি তাঁর নাম (মুহাম্মদ [সা.]) মুখে নিতে আমার লজ্জাবোধ করছিল।

هزار بار بشویم و بن بمشک و گلاب \* هنوز نام تو بردن ادب نمی دایم

‘মেশক গোলাপের জলে ধুয়ে মুখ সহস্রাধিকবার,

তবুও যেন আদব না হয় এ ভয় তোমার নাম ঝপিবার।’<sup>২</sup>

<sup>১</sup> কাযী আয়ায, আশ-শিফা বি-তা’রীফি হুজুকিল মুস্তাফা, খ. ২, পৃ. ৫৭

<sup>২</sup> ইসমাঈল হক্কী, রুহুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, খ. ৭, পৃ. ১৮৫

এভাবে বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। উল্লিখিত ঘটনাসমূহের বিবরণ দ্বারা একথাই স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়েছে যে, সাহাবী, তাবেঈন, তবে তাবেঈন এবং অন্যান্য বুয়ুর্গানে দীন প্রমুখ সেসব বস্তুকে সবসময় তা'যীম করেছেন যেসব বস্তুর সাথে সরকারে দু'আলম (সা.)-এর সামান্যতম সম্পর্ক বা স্পর্শ ছিল। সাহাবায়ে কেরাম উত্তম ও পুণ্যময় কাজ হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সম্পর্কিত বস্তুসমূহের প্রতি তা'যীম বা সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

## হাদীসে রাসূল (সা.)-এর তা'যীম

- আইয়িম্মায়ে কেরাম ও ওলামায়ে ইসলাম হাদীস শরীফের অনেক তা'যীম বা সম্মান করে থাকেন। যাঁদের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.)-এর নাম সুপ্রসিদ্ধ। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল-করবরী (রহ.) বলেন যে, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.) ইরশাদ করেন,

مَا وَضَعْتُ فِي كِتَابِ «الصَّحِيحِ» حَدِيثًا إِلَّا اغْتَسَلْتُ قَبْلَ ذَلِكَ وَصَلَّيْتُ وَكُفَّيْتُ.

‘সহীহ আল-বুখারী শরীফের প্রতিটি হাদীস লেখার পূর্বে আমি গোসল করেছি এবং দু'রাকআত নামায পড়েছি।’<sup>১</sup>

প্রতীয়মান যে, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.) যাঁর আযমত ও বুয়ুর্গি এবং যাঁর অসাধারণ ও পাণ্ডিত্য বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত এ জন্যেই যে তাঁর ৬ লক্ষ হাদীস মুখস্থ ছিল। তিনি হাদীস শরীফকে এমনভাবে সম্মান করতেন যে, প্রত্যেক হাদীস লেখার পূর্বে গোসল করে দু'রাকআত নামায পড়তেন। কারণ হাদীস শরীফের প্রতি তা'যীম বা সম্মান প্রকৃতপক্ষে সরকারে আকদাস (সা.)-এর প্রতি সম্মান।

সুতরাং ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.)-এর যথার্থ আমল দ্বারা প্রতিপক্ষের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সমাধান হয়ে গেছে। এ জন্যেই যে, আলাহ তাআলা ও রাসূল (সা.) কোথাও নির্দেশ দেননি যে, হাদীস শরীফ লেখার পূর্বে গোসল করে দু'রাকআত নামায পড়তে হবে। তা সত্ত্বেও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.) তা'যীমে রাসূল (সা.)-এর জন্য উল্লিখিত আমল করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে

<sup>১</sup> আল-আসকলানী, হুদাস সারী মুকাদ্দিমাতু ফতহিল বারী শরহি সহীহ আল-বুখারী, পৃ. ৪৮৯

প্রমাণিত হয় যে, বিবিধ রকমের তা'যীমের জন্য আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর পৃথক পৃথক নির্দেশ বা হুকুমের প্রয়োজন নেই। বরং সেসব পস্থা বা তরীকার মাধ্যমে হযুর (সা.)-এর প্রতি তা'যীম করা বৈধ ও উত্তম যে পস্থা অবলম্বন করলে হযুর (সা.)-এর শান-শওকত অধিকতরে প্রকাশ পাবে।

২. হযরত আবু মুস'আব (রহ.) বলেন,

كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا يُحَدِّثُ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا وَهُوَ عَلَى وَضْوءٍ إِجْلَالًا لَهُ.

‘হযরত মালিক ইবনে আনাস (রাযি.) হযুর করীম (সা.)-এর তা'যীমার্থে অযু ছাড়া হাদীস বর্ণনা করতেন না।’<sup>১</sup>

৩. হযরত মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন, হযরত ইমাম মালিক (রহ.)-এর নিকট যখন মানুষ কোনো কিছু জিজ্ঞাস করার জন্যে আসতেন তখন খাদেমগণ ঘরের বাইরে বের হয়ে জিজ্ঞেস করতেন, হাদীস শরীফ জানার জন্যে আসছেন না-কি ইসলামী আইন (ফিকহী মাসআলা) জানার জন্যে? যদি বলতেন, ইসলামী আইন বিষয়ে জানার আগ্রহে এসেছেন তাহলে ইমাম সাহেব বাইরে এসে প্রশ্নের জবাব দিতেন।

আর যদি বলতেন হাদীস শরীফ জানার জন্য এসেছেন তখন ইমাম সাহেব গোসল করে সুগন্ধি ব্যবহার করে জামা পাল্টিয়ে আগন্তকের সামনে আসতেন। তাঁর জন্য তখত বিছানো হত, যার ওপর দু'জানো হয়ে হাদীস বর্ণনা করতেন। আর মজলিসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুগন্ধ ছিটানো হত। উল্লেখ্য যে, তখতটি শুধু হাদীস শরীফ বর্ণনার জন্যেই বিশেষভাবে তৈরি করা হয়। যখন ইমাম সাহেবের নিকট এর বিশেষত্ব জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি বললেন,

أَحِبُّ أَنْ أُعْظَّمَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

‘আমি চাই যে, এভাবেই রাসূলে পাক (সা.)-এর হাদীসের তা'যীম করি।’<sup>২</sup>

৪. ইবনে মাহদী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, আমি একদিন ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.)-এর সাথে আকীকের দিকে যাচ্ছিলাম। আমি রাস্তায় হাটা অবস্থায় একটি হাদীসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই তিনি আমাকে ধমক

<sup>১</sup> কাযী আয়ায, আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুক্কিল মুস্তাফা, খ. ২, পৃ. ৪৪

<sup>২</sup> কাযী আয়ায, আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুক্কিল মুস্তাফা, খ. ২, পৃ. ৪৫

দিয়ে বললেন, আমি তোমার থেকে আশা করিনি যে, রাস্তায় হাটা অবস্থায় তুমি আমার থেকে হাদীস শরীফ বিষয়ে জানতে চাইবে।<sup>১</sup>

৫. কাযী জরীর ইবনে আবদুল হামীদ (রহ.) হযরত ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) থেকে দাঁড়ানো অবস্থায় একটি হাদীসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন তখন ইমাম সাহেব তাকে থ্রেফতারের হুকুম দিলেন। যখন ঘটনার বিষয় ইমাম সাহেব থেকে জানতে চাওয়া হয় তখন তিনি বললেন,  
الْقَاضِي أَحَقُّ مِنْ أَدَبٍ.

‘বিচারকের উচিত তা’যীম বিষয়ে শিক্ষা নেওয়া।’<sup>২</sup>

৬. ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) দাঁড়িয়ে ছিলেন, এমন সময় হিশাম ইবনে গাযী (রহ.) তাঁর থেকে একটি হাদীস জানতে চাইলেন, তখন ইমাম সাহেব তাকে ২০টি বেত্রঘাত করলেন। অতঃপর রাগান্বিত হয়ে ২০টি হাদীস বর্ণনা করলেন। হিশাম বললেন,

وَدِدْتُ لَوْ زَادَنِي سَيَاطًا وَزَيْدُنِي حَدِيثًا.

‘আমি আশা করেছিলাম, তিনি আরও ২০টি বেত্রঘাত করবেন, তাতে আরও অধিক হাদীস বর্ণনা করতেন।’<sup>৩</sup>

৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.)-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি অবিরত হাদীস বর্ণনা করছিলেন, এ অবস্থায় একটি বিচ্ছু তাঁকে ১৬ বার দংশন করছিল, যার বিষাক্ত ছোবলে ইমাম সাহেবের শরীরের রং বদলিয়ে নীল বর্ণের হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি হাদীস শরীফের বর্ণনা থেকে সামান্যতমও বিরত হননি। যখন তিনি হাদীস শরীফের বর্ণনা শেষ করলেন এবং উপস্থিত লোকজনও চলে গেলেন, তখন আমি বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার মধ্যে আমি আজ আশ্চর্য ঘটনা দেখলাম, তখন হযরত ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রাযি.) বললেন,

إِنَّمَا صَبَرْتُ إِجْلَالًا لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

‘আমি রাসূলে খোদা (সা.)-এর হাদীসের সম্মানার্থে ধৈর্যধারণ করেছিলাম।’<sup>৪</sup>

<sup>১</sup> কাযী আয়ায, আশ-শিফা বি-তা’রীফি হুক্কিল মুস্তাফা, খ. ২, পৃ. ৪৬

<sup>২</sup> কাযী আয়ায, আশ-শিফা বি-তা’রীফি হুক্কিল মুস্তাফা, খ. ২, পৃ. ৪৬

<sup>৩</sup> কাযী আয়ায, আশ-শিফা বি-তা’রীফি হুক্কিল মুস্তাফা, খ. ২, পৃ. ৪৬

<sup>৪</sup> কাযী আয়ায, আশ-শিফা বি-তা’রীফি হুক্কিল মুস্তাফা, খ. ২, পৃ. ৪৬

৮. হযরত ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) ইরশাদ করেন, এক ব্যক্তি হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ.)-এর নিকট আসলেন তখন তিনি শায়িত অবস্থায় ছিলেন। আগন্তুক হযরত সাঈদের নিকট একটি হাদীস সম্পর্কে জানতে চাইলেন, তখন তিনি শায়িত অবস্থা থেকে উঠে বসে গেলেন এবং হাদীস শরীফ বর্ণনা করলেন, সেই ব্যক্তি বললেন, আমি দেখলাম তিনি শায়িত অবস্থা থেকে উঠতে কোনো কষ্টবোধ করলেন না, তিনি বললেন,

إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحَدِّثَكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ.

‘আমার পছন্দ নয় যে, আমি (বিছানায়) শায়িত অবস্থায় রাসূলে খোদা (সা.)-এর হাদীস বর্ণনা করি।’

সাইয়েদুত তাবেঈন হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ.) ও হযরত ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) যিনি তবে তাবেঈনের মর্যাদায় ছিলেন। সে সকল সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ তাঁদের কথা ও কর্মে প্রমাণিত করে দিয়েছেন যে, হাদীস শরীফের তা’যীম অথবা অন্য কোনো কাজ যার দ্বারা রহমতে আলম (সা.)-এর শান-শওকত ও বুয়ুর্গির প্রকাশ পায়, এমন সব কিছুই সন্দেহাতীতভাবে বৈধ ও উত্তম। যদিও কুরআন ও হাদীস শরীফে এ ধরনের তা’যীমের কোনো বিস্তারিত হুকুম নেই। তবে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে, وَتَعَزَّوْهُ وَتُوقِّرُوْهُ (তাঁকে তা’যীম এবং সম্মান প্রদর্শন করা) দ্বারা তা’যীমের সকল প্রকার তরীকাকে শামিল করা হয়েছে।

সারকথা হলো যেসব দলীল দ্বারা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.), হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ.) ও হযরত ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) প্রমুখের হাদীসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে হুযুর (সা.)-এর প্রতি তা’যীমের বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে উক্ত সব দলীলই দাঁড়িয়ে ও বসে হুযুরের প্রতি তা’যীম করার বৈধতা মিলে।

### আওলাদে রাসূল (সা.)-এর প্রতি তা’যীম ও সম্মান

হুযুর সরকারে কায়েনাত (সা.)-এর প্রতি তা’যীম বা সম্মান প্রদর্শন যেভাবে করা হয় একইভাবে রাসূলে পাক (সা.)-এর আওলাদ অর্থাৎ হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর উত্তরাধিকারী বংশীয়দেরও তা’যীম বা সম্মান প্রদর্শন

করা মুমিন-মুসলমানের কর্তব্য। এজন্যে সাহাবায়ে কেরাম, আইয়িম্মায়ে ইসলাম এবং সকল ইসলামী চিন্তাবিদ বুয়ুর্গানে দীন যারা প্রিয় হাবীবে মুস্তাফা (সা.)-এর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা পোষণ করেন, তাঁরা সবসময় নবীজির আওলাদের তা'যীম করতেন। নিম্নে কয়েকটি দলীল উপস্থান করা হল:

১. আল্লামা হাফিয ইবনে হাজর আল-আসকালানী (রহ.) উল্লেখ করেন যে,

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَعِدْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ: أَنْزِلْ عَنْ مَنْبَرِ أَبِي، وَاذْهَبْ إِلَى مَنْبَرِ أَبِيكَ. قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ أَبِي لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْبَرٌ. قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ثُمَّ أَخَذَنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَجَعَلْتُ أَقْلُبُ حَصَى فِي يَدَيْ، فَلَمَّا نَزَلَ ذَهَبَ بِي إِلَى مَنْزِلِهِ، فَقَالَ: جَعَلَتْ تَغْشَانَا.

‘হযরত হযরত হুসাইন (রাযি.) বলেন, আমি অল্পবয়সে হযরত ওমর ফারুক (রাযি.)-এর নিকটে গিয়েছিলাম। সেই সময় তিনি মিম্বরে বসে খুতবা দিচ্ছিলেন। আমি মিম্বরে উঠে গেলাম এবং বললাম, আমার পিতার মিম্বর থেকে নামেন এবং আপনার পিতার মিম্বরে যান। তখন হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, আমার পিতার তো কোনো মিম্বর নেই। একথা বলে তিনি আমাকে তাঁর পাশে বসালেন, আমার সাথে যে পাথরগুলো ছিল তা দিয়ে আমি খেলছিলাম। আর যখন মিম্বর থেকে নামলেন তখন তিনি আমাকে নিজ ঘরে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, কত ভালো হত যদি না আপনি মাঝে মাঝে এভাবে আসেন।’<sup>১</sup>

২. ইমাম আবুল ফারাহ আল-আসবাহানী বর্ণনা করেন,

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبَانَ الْقُرَشِيِّ، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَنِ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ حَدِيثُ السَّنِّ وَلَهُ وَفَرَّةٌ، فَرَفَعَ مَجْلِسَهُ، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، وَقَضَى حَوَائِجَهُ، ثُمَّ أَخَذَ عُكْنَةً مِّنْ عُكْنِهِ، فَغَمَزَهَا حَتَّى أَوْجَعَهُ، وَقَالَ لَهُ: أَذْكُرُهَا عِنْدَكَ لِلشَّفَاعَةِ، فَلَمَّا خَرَجَ لَأَمَّهُ أَهْلُهُ، وَقَالُوا: فَعَلْتَ هَذَا

<sup>১</sup> (ক) আল-আসকালানী, *আল-মাতালিবুল আলিয়া বি-যাওয়ায়িদিল মাসানীদ আস-সামানিয়া*, খ. ১৫, পৃ. ৭৬০, হাদীস: ৩৮৯২; (খ) আল-আসকালানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ২, পৃ. ৬৯, ক্র. ১৭২৯; (গ) আল-আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ২, পৃ. ৩৪৬; (ঘ) আন-নাবহানী, *আশ-শরফুল মুওয়াক্কাদ লি-আলি মুহাম্মদ*, পৃ. ৯৩

بِغْلَامٍ حَدِيثِ السَّنِّ! فَقَالَ: إِنَّ الثَّقَةَ حَدَّثَنِي حَتَّى كَأَنِّي أَسْمَعُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِّنِّي يَسُرُّنِي مَا يُسِرُّهَا»، وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ فَاطِمَةَ لَوْ كَانَتْ حَيَّةً لَسَرَّهَا مَا فَعَلْتُ بِإِنْبِهَا.

‘হযরত সাঈদ ইবনে আব্বান আল-কুরইশী (রহ.) থেকে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে হাসান (রহ.)-এর অল্প বয়সে খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর নিকটে যান। খলীফা তাঁকে দেখে অত্যন্ত তা’যীম সহকারে একটু উঁচু জায়গায় বসালেন। যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হাসান (রহ.) চলে গেলেন, তখন উপস্থিত লোকজন খলীফা থেকে জানতে চাইলেন, কম বয়সী ছেলেকে আপনি এভাবে তা’যীম ও সম্মান করার হেতু কী? তিনি বললেন, হুযুর (সা.) ইরশাদ করেন, ‘ফাতিমা আমার কলিজার টুকরা, তাঁর সন্তুষ্টি আমার সন্তুষ্টি। আর আমি জানি যে, যদি হযরত ফাতিমা এ সময় তশরীফ আনতেন এবং আমি তাঁর আওলাদের সাথে যা করছি তা যদি দেখতেন তাতে তিনি অবশ্যই খুশি হয়ে যেতেন।’<sup>৩</sup>

৩. হযরত শায়খ হাসান আল-আদাবী স্বীয় গ্রন্থ মাশারিফুল আনওয়ারে লিখেন যে, বলখ শহরে হযরত আলী (রাযি.)-এর বংশের জনৈক লোক ইস্তিকালের পর তাঁর সহধর্মিনী সমরকন্দ চলে গেলেন, সাথে তাঁর কয়েকজন সন্তানও ছিল যাদেরকে তিনি মসজিদে বসিয়ে নিজেই নগর অধ্যক্ষের নিকট সাক্ষাতে গেলেন এবং নিজের অবস্থা জানালেন। কিন্তু নগর অধ্যক্ষ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জন্য কোনো উপকার করলেন না। বরং তাঁকে বললেন যে, আলাভী (হযরত আলী [রাযি.]-এর বংশজাত) হওয়ার প্রমাণ উপস্থাপন করার জন্য। এখান থেকে ব্যর্থ মনে চলে আসলেন এবং নগর রক্ষকের নিকট গেলেন। তিনি একজন পারসিক অগ্নি-উপাসক ছিলেন। তিনি তাঁকে এবং তাঁর সন্তানদেরও অত্যন্ত তা’যীম ও সম্মান করলেন। যার বদৌলতে অগ্নি-উপাসকের পুরো পরিবার মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। রাতে স্বপ্নযোগে নগরাদ্যক্ষ দেখলেন রাসূলে পাক (সা.) তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, অন্য দিকে নগর

<sup>৩</sup> (ক) আবুল ফারাহ আল-আসবাহানী, আল-আগানী, খ. ৯, পৃ. ১৮০; (খ) আন-নাবহানী, আশ-শরফুল মুওয়াক্কাদ লি-আলি মুহাম্মদ, পৃ. ৯৩

রক্ষক দেখলেন তাকে জান্নাতের একটি সুসজ্জিত মহলের দিকে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছেন,

«هَذَا الْقَصْرُ لَكَ وَلَاهْلِكَ بِنَا فَعَلْتَ مَعَ الْعُلُوِّيَّةِ وَأَنْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

‘আলীর বংশীয় লোকদের সাথে সদ্যবহার করার কারণে এ মহল তোমার এবং তোমার পরিবারের জন্য আর তোমরা জান্নাতী।’<sup>১</sup>

৪. বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ سَيِّدِي مُحَمَّدٍ الْفَاسِيَّ ، قَالَ: كُنْتُ أَبْغِضُ أَشْرَافَ آلِ مَدْيَنَةَ بَنِي حُصَيْنٍ، لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى مِنْهُمْ مَا يُخَالِفُ ظَاهِرُهُ السُّنَّةَ ، فَرَأَيْتُ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ مَنَآمًا: «يَا فَلَانُ! بِاسْمِي مَا لِي أَرَاكَ تَبْغِضُ أَوْلَادِي؟» فَقُلْتُ: حَاشَا لِلَّهِ مَا أَكْرَهُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنَّمَا كَرِهْتُ مَا رَأَيْتُ مِنْ فِعْلِهِمْ ، فَقَالَ لِي: «مَسْأَلَةٌ فِقْهِيَّةٌ؛ أَلَيْسَ الْوَلَدُ الْعَاقُ يُلْحَقُ بِالنَّسَبِ؟» قُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «هَذَا وَلَدٌ عَاقٌ»، فَلَمَّا انْتَبَهْتُ صِرْتُ لَا أَلْقَى مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا بَالَعْتُ فِي إِكْرَامِهِ.

‘হযরত আবু মুহাম্মদ আল-ফরাসী (রহ.) বলেন, আমি মদীনায়ে তাইয়িবার কিছু কিছু হুসাইনী বংশের আওলাদদের দ্বিষ্ণু জানাতাম, এজন্যই যে, আমি জানাতাম তাঁরা সুন্নাতে মুস্তাফার আমল করতেন না। আমি একদিন মসজিদে নববী রাওযায়ে মুবারকের সামনে শুয়ে পড়লাম। স্বপ্নে আমার নবী করীম (সা.)-এর যিয়ারত নসীব হল। হুযুর আমাকে বললেন, ‘কি ব্যপার? আমি দেখছি যে তুমি আমার আওলাদদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ।’ আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ মাফ করুন, আমি তাঁদের অপছন্দ করি না, বরং তাঁদের সুন্নাতের খেলাফের কাজগুলোই আমি অপছন্দ করি। হুযুর (সা.) ইরশাদ করেন, ‘এটি কি ফিকহী মাসআলা নয় যে, নাফরমান আওলাদও বংশের সাথে সম্পর্কিত থাকে?’ আমি নিবেদন করলাম, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি (হুযুর) বললেন, ‘তারা নাফরমান আওলাদ।’

<sup>১</sup> (ক) আল-আদাবী, মাশারিকুল আনওয়ার ফী ফাওযি আহলিল ইতিবার, পৃ. ৮২; (খ) আন-নাবহানী, আশ-শরফুল মুওয়াব্বাদ লি-আলি মুহাম্মদ, পৃ. ৯৭



৪১ শানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

হযরত আবু মুহাম্মদ আল-ফরাসী (রহ.) বলেন, যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন আমার অন্তর পরিবর্তন হয়ে গেল। অতঃপর তাদের মধ্যে থেকে যাকে পাই তাকেই বেশ তা'যীম ও সম্মান দেখাতাম।<sup>১</sup>

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে শানে মুস্তাফা (সা.) যথাযথভাবে মেনে চলার তওফীক দান করুন। আমীন।

---

<sup>১</sup> (ক) আল-আদাবী, *মাশারিকুল আনওয়ার ফী ফাওযি আহলিল ই'তিবার*, পৃ. ৮২; (খ) আল-মাকরীযী, *আর-রাসায়িল*, পৃ. ২১০; (গ) আন-নাবহানী, *আশ-শরফুল মুওয়াক্কাদ লি-আলি মুহাম্মদ*, পৃ. ৯৭

## গ্রন্থপঞ্জি

॥আ ॥

১. আল-কুরআন আল-করীম

২. কাযী আয়ায : আবুল ফযল, কাযী, আয়ায ইবনে মুসা ইবনে আয়ায ইবনে আমরুন আল-ইয়াহসাবী (৪৭৬-৫৪৪ হি. = ১০৮৩-১১৪৯ খ্রি.), *আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুক্কিল মুস্তাফা*, দারুল ফিকর, দিমাশক, সিরিয়া (১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

৩. মোল্লা আলী আল-কারী: নুরুদ্দীন, মোল্লা, আলী ইবনে (সুলতান) মুহাম্মদ আল-হারওয়ী আল-কারী (১০০০-১০১৪ হি. = ১০০০-১৬০৬ খ্রি.), *মিরকাতুল মাফাতীহ শরহ মিশকাতিল মাসাবীহ*, দারুল ফিকর, দিমাশক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)

৪. আবদুল হক দেহলবী : আবদুল হক ইবনে সায়ফউদ্দীন আস-সায়ফী আল-কাদিরী ইবনে সা'দুল্লাহ ইবনে ফীরুয আশ-শহীদ ইবনুল মালিক মুসা ইবনুল মালিক মুয়িয়ুদ্দীন ইবনে আগা মুহাম্মদ তুরক আল-বুখারী আদ-দিহলবী (৯৫৮-১০৫২ হি. = ১৫৫১-১৬৪২ খ্রি.), *আশি'আতুল লুম'আত শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ*

৫. আবু দাউদ : আবু দাউদ, সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর আল-আযদী আস-সিজিসতানী (২০২-২৭৫ হি. = ৮১৭-৮৮৯ খ্রি.), *আস-সুনান*, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান

৬. আল-আদাবী : রযীউদ্দীন, আবুল ফাযায়িল, হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে হায়দার আল-আদাবী আল-উমারী আস-সাগানী আল-হানাতী (১২২০-১৩০৩ হি. = ১৮০৫-১৮৮৫ খ্রি.), *মাশারিকুল আনওয়ার*

ফী ফাওযি আহলিল ই'তিবার, আল-মাতবাতুল  
উসমানিয়া, ইস্তান্বুল, তুরস্ক (প্রথম সংস্করণ: ১৩০৭  
হি. = ১৮৮৯ খ্রি.)

৭. আল-আসকলানী : আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ  
ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী  
(৭৭৩-৮২৫ হি. = ১৩৭৪-১৪৪৯ খ্রি.), হুদাস  
সারী মুকাদ্দিমাতু ফতহিল বারী শরহি সহীহ আল-  
বুখারী, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯  
হি. = ১৯৫৯ খ্রি.)
৮. আল-আসকলানী : আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ  
ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী  
(৭৭৩-৮২৫ হি. = ১৩৭৪-১৪৪৯ খ্রি.), আল-  
মাতালিবুল আলিয়া বি-যাওয়ায়িদিল মাসানীদ আস-  
সামানিয়া, দারুল আসিমা, রিয়াদ, সউদী আরব  
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)
৯. আল-আসকলানী : আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ  
ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী  
(৭৭৩-৮২৫ হি. = ১৩৭৪-১৪৪৯ খ্রি.), আল-  
ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা, দারুল কুতুব আল-  
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫  
হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)
১০. আল-আসকলানী : আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ  
ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী  
(৭৭৩-৮২৫ হি. = ১৩৭৪-১৪৪৯ খ্রি.), তাহযীবুত  
তাহযীব, দায়িরাতুল মাআরিফ আন-নিযামিয়া,  
হায়দরাবাদ, ভারত (প্রথম সংস্করণ: ১৩২৬ হি. =  
১৯০৮ খ্রি.)
১১. আবুল ফারাহ আল-আসবাহানী: আবুল ফারাহ, আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে  
মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনুল হায়সাম আল-  
মারওয়ানী আল-উমাওয়া আল-কুরাশী (২৮৪-৩৫৬  
হি. = ৮৯৭-৯৬৭ খ্রি.), আল-আগানী, দারুল  
ইয়াহইয়্যিত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান  
(১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)
১২. আহমদ আস-সাবী : আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আস-সাবী  
(১১৭৫-১২৪১ হি. = ১৭৬১-১৮২৫ খ্রি.), আল-

হাশিয়া আলা তাফসীরি জালালাইন, আল-মাতবাআতুল আযহারিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩৪৫ হি. = ১৯২৬ খ্রি.)

## ॥ই॥

১৩. ইবনে আবিদীন

: মুহাম্মদ আমীন ইবনে উমর ইবনে আবদুল আযীয আবিদীন আদ-দিমাশকী আল-হানাফী (১১৯৮-১২৫২ হি. = ১৭৮৪-১৮৩৬ খ্রি.), রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার = হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন = ফতোয়ায়ে শামী, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)

১৪. ইবনে আসাকির

: তকীউদ্দীন, আবুল কাসিম, আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আসাকির আদ-দিমাশকী (৪৯৯-৫৭১ হি. = ১১০৫-১১৮৬ খ্রি.), তারীখু মদীনাতি দামিশক ওয়া যিকরু ফযলিহা ওয়া তাসমিয়াতি মিন হল্লিহা মিনাল আমাসিল আওয়িজতায়ু বনুহায়হা মিন ওয়ারিদিয়হা ওয়া আহলিহা, দারুল ফিকর, দিমাশক, সিরিয়া (১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

১৫. ইবনে হিব্বান

: আবু হাতিম, মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমদ ইবনে মুআয ইবনে মা'বদ আত-তায়মী আদ-দারিমী আল-বসতী (৩০০-৩৫৪ হি. = ৩০০-৯৬৫ খ্রি.), আল-মজরুহীন মিনাল মুহাদ্দিসীন ওয়ায যুআফা ওয়াল মাতরুকুন, দারুল ওয়া'যী আল-আরবী, হলব, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৬ হি. = ১৯৭৬ খ্রি.)

১৬. ইসমাঈল হক্কী

: ইসমাঈল হক্কী ইবনে মুস্তাফা আল-ইসতামবুলী আল-হানাফী আল-খালুতী (৩০০-১১২৭ হি. = ৩০০-১১৭১৫ খ্রি.), রুহুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান

## ॥ক॥

১৭. আল-কাস্তালানী

: আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুল মালিক আল-কাস্তালানী আল-মিসরী (৮৫১-৯২৩ হি. = ১৪৪৮-১৫১৭ খ্রি.), আল-

মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল-মানহিল মুহাম্মাদিয়া,  
আল-মাকতাবা আত-তাওফীকিয়া, কায়রো, মিসর

## ॥খ॥

১৮. আল-খায়িন : আবুল হাসান, আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে উমর আশ-শায়হী আল-বগদাদী আল-খায়িন (৬৭৮-৭৪১ হি. = ১২৮০-১৩৪১ খ্রি.), লুবাবুত তাওয়ীল ফী মা'আনিত তানযীল, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

১৯. আল-খাফাজী : শিহাবউদ্দীন, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উমর আল-খাফাজী আল-মিসরী আল-হানাবী (৯৭৭-১০৬৯ হি. = ১৫৬৯-১৬৫৯ খ্রি.), নাসীমুর রিয়ায ফী শরহি শিফায়িল কাযী আয়ায

## ॥ত॥

২০. আত-তাবারানী : আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০-৩৬০ হি. = ৮৭৩-৯৭১ খ্রি.), আল-মু'জামুল কবীর, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

২১. আত-তাবরীযী : আবু আবদুল্লাহ, ওয়ালি উদ্দিন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব আল-উমরী আত-তাবরীযী (০০০-৭৪১ হি. = ০০০-১৩৪০ খ্রি.), মিশকাতুল মাসাবীহ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ = ১৯৮৫ খ্রি.)

২২. আত-তাহাবী : আবু জা'ফর, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সালামা আল-আযদী আত-তাহাবী (২৩৯-৩২১ হি. = ৮৫৩-৯৩৩ খ্রি.), শরহ মুশকিলিল আসার, মুআসসিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

## ॥ন ॥

২৩. আন-নাব্হানী : ইউসুফ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইউসুফ আন-নাব্হানী (১২৬৫-১৩৫০ হি. = ১৮৪৯-১৯৩২ খ্রি.), আশ-শরফুল মুওয়াব্বাদ লি-আলি মুহাম্মদ
২৪. নুর বখশ তাওয়াক্কুলী: মাওলানা নুর বখশ তাওয়াক্কুলী (১৩০৫-১৩৬৭ হি. = ১৮৮৭-১৯৪৮ খ্রি.), সীরাতে রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, মাকতাবাতুল মদীনা, করাচি, পাকিস্তান (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩৫ হি. = ২০১৪ খ্রি.)

## ॥ব ॥

২৫. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি. = ৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), আল-ইতিকাদ ওয়াল হিদায়া ইলা সাবীলির রাশাদ আলা মাযহাবিস সালাফ ওয়া আসহাবিল হাদীস, দারুল আফাক আল-জদীদা, কুয়েত (প্রথম সংস্করণ: ১৪০১ হি. = ১৯৮১ খ্রি.)
২৬. আল-বুখারী : হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি. = ৮১০-৮৭০ খ্রি.), আল-জামিউল মুসনদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি = আস-সহীহ, দারুল তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

## ॥ম ॥

২৭. আল-মহল্লী ও আস-সুযুতী: জালাল উদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল-মহল্লী (৭৯১-৮৬৪ হি. = ১৩৮৯-১৪৫৯ খ্রি.) ও জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুযুতী (৮৪৯-৯১১ হি. = ১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.), তাফসীরুল জালালাঈন, দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর

২৮. আল-মাকরীযী : তকীউদ্দীন, আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে আলী ইবনে আবদুল কাদির আল-হুসাইনী আল-উবায়দী আল-মাকরীযী (৭৬৬-৮৪৫ হি. = ১৩৬৫-১৪৪১ খ্রি.), *আর-রাসায়িল*, দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)
২৯. আল-মারগীনানী : বুৰহানুদ্দীন, আবুল হাসান, আলী ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুল জলীল আল-ফিরগানী আল-মারগানানী (৫৩০-৫৯৩ হি. = ১১৩৫-১১৯৭ খ্রি.), *আল-হিদায়া ফী শরহি বিদায়াতুল মুবতাদী*, দারুল ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান
৩০. মুসলিম : আবুল হাসান, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নায়শাপুরী (২০৪-২৬১ হি. = ৮২০-৮৭৫ খ্রি.), *আল-মুসনদুস সহীহিল মুখতাসার বি-নাকলিল আদলি আনিল আদলি ইলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম* = *আস-সহীহ*, দারুল ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান

## ॥শ॥

৩১. আশ-শাশী : নিয়ামউদ্দীন, আবু আলী, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আশ-শাশী (০০০-৩৪৪ হি. = ০০০-৯৫৫ খ্রি.), *উসুলুল ফিকহ*, দারুল কিতাব আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান

## ॥স॥

৩২. আস-সামহুদী : নুরুদ্দীন, আবুল হাসান, আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ আল-হাসানী আস-সামহুদী আশ-শাফিয়ী (৮৪৪-৯১১ হি. = ১৪৪০-১৫০৬ খ্রি.), *ওয়াউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)
৩৩. আস-সুযুতী : জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুযুতী (৮৪৯-৯১১ হি. =

৩৪. আস-সুয়ুতী

১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.), *আল-খাসায়িসুল কুবরা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান  
: জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী (৮৪৯-৯১১ হি. = ১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.), *তারীখুল খুলাফা*, মাকতাবাতু নিযার মুস্তাফা আল-বায, মক্কা মুকাররমা, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৫ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

৩৫. সুলাইমান আল-জামাল : সুলায়মান ইবনে উমর ইবনে মনসূর আল-আজলী আল-আযহারী আল-জামাল (০০০-১২০৪ হি. = ০০০-১৭৯০ খ্রি.), *আল-ফুতুহাতুল ইলাহিয়া বি-তাওয়াহী তাফসীরিল জালালাইন লিদ-দাকায়িকিল খফিয়া*, আল-মাতবাতুল আমিরা আশ-শরকিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩০৩ হি. = ১৮৮৬ খ্রি.)

## ॥হ॥

৩৬. আল-হাকিম

: আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদাওয়ীয়া ইবনে নু'আইম ইবনুল হাকাম আল-হাকিম (৩২১-৪০৫ হি. = ৯৩৩-১০১৪ খ্রি.), *মা'রিফাতু উলুমিল হাদীস*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৭ হি. = ১৯৭৭ খ্রি.)

৩৭. আল-হালবী

: আবুল ফরজ, নুরুদ্দীন ইবনে বুরহানুদ্দীন, আলী ইবনে ইবরাহীম ইবনে আহমদ (৯৭৫-১০৪৪ হি. = ১৫৬৭-১৬৩৫ খ্রি.), *আস-সিরাতুল হালবিয়া = ইনসানুল উয়ুন ফী সীরাতিল আমীন মামুন*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২৭ হি. = ২০০৬ খ্রি.)